Amiya/Rajlakshmi Ghosh

শারদীয় দুর্গোৎসব

২০০৮

বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা, ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো

Bengali Cultural Association, Cleveland, Ohio

As Maa Durga Descends From Her Heavenly Abode...
And Fills Our Autumn Days With Joy

May You Be Blessed With Prosperity And Happiness
Executive Committee, Bengali Cultural Society,
Cleveland Ohio

২০০৮-এর কার্যনির্বাহি সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই
শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

কার্যনির্বাহি সমিতি
বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্লীভল্যান্ড, ওহাইও

সম্পাদকীয়

আবার পূজো এসে গেল, পূজো আসার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের রংও পাল্টে গেল, মনে আছে, বর্ষাশেষের শরৎকালে এলোমেলো বাতাসে ধানের শিষের লুটোপুটি, কাশফুলের বাহার, নীল আকাশে ছোট ছোট মেঘের ভেলা, সবকিছু মিলিয়ে এক আনন্দের ধারা নেমে আসে। এই আনন্দের মধ্যেই মহাদেবী সপরিবারে আমাদের কাছে আসেন। শুধু নিজের দেশেই নয়, মহাসাগর পেরিয়ে এই মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু বছর ধরে পূজিতা হয়ে আসছেন। তাই অন্যান্য দেশের মতো আমেরিকার ক্লীভল্যাণ্ড শহরের বাঙালীদেরও এ বছরের দেবী বন্দনার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে।

ক্লীভল্যাণ্ডের প্রবাসী বাঙালীরা শুধু সংস্থা গড়েই ক্ষান্ত হল নি, পরবর্তী প্রজন্মকে নিজেদের ভাষা, কলা ও কৃষ্টিতে প্রভাবাধীন করার জন্য বাংলা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের এই দৃষ্টান্ত খুবই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে প্রাতঃকালীন চণ্ডীপাঠ, ধূপের গন্ধ ও মহামায়ার বোধন দিয়ে মহালয়ার অনুষ্ঠান এই বছরের প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ।

এর পরে আসছে বাঙালীর সাহিত্যপ্রীতি। কার্য্যনির্বাহ সমিতির অকৃত্রিম প্রয়াস ও উৎসাহে এবং ক্লীভল্যাণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের সম্মিলিত প্রয়াসে অন্যান্য বছরের মতো এই শারদীয়া পত্রিকাটি প্রকাশিত হ'ল। একটি প্রগতিশীল পত্রিকার জন্য যে বৈচিত্রময় লেখার সংগ্রহণ চাই, তা এই সুদূর প্রবাসে খুবই দুর্লভ। তবুও চেষ্টা করতে বাধা কি?

পত্রিকার তরফ থেকে সকলকে জানাই আনন্দময় পূজা ও শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আসুন, সারা বছরের ক্লান্তি ও গ্লানি সব ভুলে আমরা সকলে একসঙ্গে দেবী বন্দনা সুরু করি-

"জাগো তুমি জাগো জাগো দুর্গা
জাগো দশপ্রহরিনী তুমি জাগো"।

নমস্কারান্তে,
শিপ্রা সাহা

Puja Schedule 2008

Place: ICC Building

Durga Puja

Friday October 3, 2008	*Puja*	*8:00 PM*
	Go-As-You-Like	*9:00 PM*
	Prasad	*10:00 PM*
Saturday October 4, 2008	*Morning Puja*	*10:30 AM*
	Anjali	*12:30 PM*
	Prasad	*1:00 PM*
	Lunch	*1:30 PM*
	Evening Aarati	*7:00 PM*
	Cultural Program	*8:00 PM*
	Dinner	*9:30 PM*
Sunday October 5, 2008	*Puja*	*11:00 AM*
	Prasad	*12:30 PM*
	General Body Meeting	*1:00 PM*
	Lunch	*1:30 PM*
	Dhunuchi Naach	*2:30 PM*
	Sindur Khela	*3:00 PM*
	Cleanup	*3:30 PM*

Lakshmi Puja

Saturday October 18, 2008	*Puja*	*6:00 PM*
	Anjali	*7:00 PM*
	Cultural Program	*7:30 PM*
	Dinner	*10:00 PM*

Executive Committee 2008

President
Jayanta Mukherjee

Vice-President
Gaurav Banerji
Saubhik Sengupta

Secretary
Suman Chakravarti

Treasurer
Abhijit Nath

Cultural Secretary
Swarup Bhunia

Web Committee
Kaushik Chakraborti

Youth Coordinators
Priya Datta
Deboshri Sadhukhan
Chandrima Bhadra
Soham Chakraborty
Meghdeep Mukherjee

Trustees
Dibyendu Bhattacharyya
Amit Ghosh
Ashish Rakhit

Scholarship Committee
Brojesh Pakrashi
Ajit Patra
Baisakhi Raychaudhuri
Prabar Ghosh
Bhaswati Bandopadhyay
Jayanta Mukherjee

শরণাগতদীনার্ত পরিত্রাণপরায়ণে
সর্বস্যার্তিহরে দেবী নারায়ণী নমোস্তুতে

শুভ্রা ও ব্রজেশ পাকড়াশী

Scholarship Fund Donations 2007

Contributions of $500 and up

Pakrashi Brojesh and Sen Subha
Merrill Lynch

Contributions of $300 and up

Das, Jagannath and Jean
Haldar Subroto and Aruna
Panda Jayanta and Moushumi
Rakhit Asish and Jayati

Contributions between $200 and $299

Bandyopadhyay,Smarajit and Bhaswati
Shampa Banerjee
Banerjee, Amiya and Sipra
Banerjee Shampa
Banerjee, Tanya
Chatterjee, Pranab and Maryan
Chatterjee,Soumyo/Tamali Bhattacharya
Dey Kumar
Dutta Ashok and Hiran
Ghosh, Debabrata and Sudeshna
Jash,Satkari and Meera
Mahajon Darshan
Maitra, Ratan and Basobi
Nag,Nabin and Sahana
Pal Mohadeb and Sraboni
Patra,Ajit and Kobita
Roy, Anup and Mitra
Roy, Bijon and Swopna
Saha,Gopal and Sipra
Sarkar,Sunil and Geeta
Sen Anubha
Sen, Ganes and Indira

Contributions between $100 and $199

Banerjea Amitabha and Ranjana
Banerjee Krishnadas and Roma
Bhattacharyya,Dibyendu and Sumitra
Bhattacharjee, Jnanendra.K
Biswas, Asit and Ruma
Chakraborti,Kaushik and Jayeeta
Chakraborty,Ram and Swati
Chakraverty,Jyoti and Sharmila
Chatterjee,Arup and Sugota
Chatterjee,Paritosh and Rekha
Das Gupta, Jaydip and Ambalika
Dasgupta, Kalyan and Seuli
Datta,Mihir and Manjula
Datta, Utpal and Shyamosree
Dravid Narayan and Sheela
Dutta, Sunil and Kobita
Ghosh, Soumitra and Mukta
Goswami Manju
Gupta, Ashim and Sanhita
Haque, Jaharul and Raychaudhuri Baisakhi
Jana, Sadhan and Soma
John, Jerry and Anupa
Kashkari Chaman.N
Majumdar,Ramen and Bharoti
Mal, Asoke and Munmun
Mallik,Sibchand and Laxmi
Mazumder, Barsanjit and Suporna
Mitra,Shib Prasad and Nabanita
Modi Batuk and Anita
Roy, Dipti and Indrani
Saha, Baikuntha and Ratna
Saha Chandan and Madalosha
Shah Chhaya

Contributions between $15 and $99

Banerjee Keya
Bose Vinita and Subhash
Mukherjee, Jayanta and Tumpa
Bhattacharjee, Ashish and Shushoma
Biswas, Kaushik and Shoumika
Chattopadhyay,Sudipta
Chaudhuri, Sujan and Priyanjona
Das,Biswajit and Sanghamitra
Das, Ranjan and Lopamudra
De Sarmistha
Dey Nabin and Piyali
Ghosh,Prabar and Shubhosree
Banerjee Jashoman and Ghosh Arunima
Ghosh,Santosh and Sohanti
Goswami,Subhendu
Gupta,Sudhiranjan and Piyali
Hoshali Syed Kobita
Kassuba Christine
Mal,Sanchita
Mukhopadhyay,Debasish and Chatterjee Meera
Naha, Amitava and Mukhopadhyay Durba
Patel Raman and Lila
Pyne,Supriyo and Mithu
Raychaudhuri Sanjay
Sadhukhan,Debashis and Juin
Sadhukhan,Pasupati and Parboti
Saha, Baishali
Sarkar Anindyo
Sarkar,Saumen and Arundhati
Sengupta,Saubhik and Moushumi
Vinita Bose/Subhash Bose
Kavita Hosali-Syed
Chakravarti Sourov and Ritu
Sanjay Raychaudhuri
Christine Kassuba

BCS Scholarship Committee sincerely thanks you for your generous donations, we apologize if we have inadvertently missed any name from the donor's list.

শুভ বিজয়ার

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

Photo By Malay Sarkar

সুনীল ও কবিতা দত্ত

বাতাসে যায় ভেসে ...

- প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

Bob Dylan-এর "Blowin' in the wind" অনুসরণে

মাড়িয়ে এলে কতটা পথ কেউ
মানতে পারো তাকে মানুষ বলে?
পেরিয়ে এলে কয় সাগরের ঢেউ
ছোট্ট পাখি নীড় পাবে তার কূলে?
আর কতবার গর্জে ওঠার পরে
কামানগুলো যাবে ধুলোয় মিশে?
উত্তর তার বাজছে আকাশ জুড়ে,
জবাব তাহার বাতাসে যায় ভেসে ...

আকাশটাকে দেখতে পেতে গেলে
আর কতবার চাইবে মাথা তুলে?
আর কখানা কান থাকতে হবে
কাঁদছে মানুষ, শুনতে পেতে হলে?
আর কত গ্রাম উজাড় হলে তবে
মানবে তুমি অনেক গেছে প্রাণ?
জবাব তাহার বাতাসে যায় ভেসে,
আকাশ জুড়ে বাজছে তারই তান...

কতযুগের বৃষ্টিধারায় ক্ষয়ে
পাহাড়ও যায় সাগরজলে মিশে?
আর কতকাল বাঁচলে শেকল পায়ে
মানুষগুলোর বাঁধন যাবে খসে?
আর কতদিন উটপাখি হয়ে রবে,
দেখবে নাকো ঘটছে যা চারপাশে?
উত্তর তার বাজছে আকাশ জুড়ে,
জবাব তাহার বাতাসে ঐ ভাসে ...

শারদোৎসবের শুভেচ্ছাসহ ....

তৃণা, এ্যালিসা, প্রান্তিক,

গোপাল ও শিপ্রা সাহা

তুমি থেকে তুই

সুবোধ সরকার

ভয় করে প্রতিরাতে
আমাদের বাড়াভাতে
যদি এসে পড়ে ছাই স্বপ্নে

প্রেমে পড়েছিস তুই
যূথী থেকে হলি যুঁই
আমার এই আগাগোড়া সব নে।

ঘন ঘন মেঘ ডাকে
দুপায়ের কালো ফাকে
জোড়াসাঁকো গেলে নামে বৃস্টি

যা যা চাই পাচ্ছিনা
যাকে পাই চাইছি না
চম্পক পেয়েছি তিরিশটি।

ভয় করে প্রতিরাতে
আমি আছি কার হাতে
যার তার হাতে কেন পড়ব?

তোকে এত ভালবাসি
তোর কাছে ছুটে আসি
তোকে নিয়ে জলে ডুবে মরব।

মন্ডপের পাশের ওরা

মল্লিকা সেনগুপ্ত

সূর্যমুখি মন্ডপের পাশেই ছিল
হাড়হাভাতে একটি বালক গেঞ্জি ফুটো
তার শরীরে বিজ্ঞাপনের নিয়ন আলোয়
অতল থেকে চলকে ওঠে খিদের গুঁতো

শারদীয়ার প্রসাদ হাতে যেই মেয়েটি
এগোতে যায় আনন্দের দেবীর দিকে
কেমন করে চোখ পড়ে যায় অন্ধকারে
উৎসবের রামধনুরঙ বর্ণ ফিকে।

দেবীর হাতে স্বপ্নদেখা চাঁদমালাতে
যতই লাগে নক্ষত্রের ঝিকির মিকির
ততই বালক অদম্য এক আশায় থাকে
প্রসাদ পাবে মন্ডামিঠাই ইকির মিকির।

দেবী তোমার আড়ম্বরের পূজার ছলে
ওদের পেটে এক-দু দানা খাবার পড়ে
ওদের ছেঁড়া শরীর ঢাকে নতুন জামায়
ওদের মাথায় শরৎকালের শিউলি ঝরে ।

মাতৃমন্দির পুণ্যাঙ্গন কর মহোজ্জ্বল...

Seasons Greetings

to all our friends in the community

RAKESH, RAVI, ANTARA, DAVID,
ARJUN, ANITA,
SIPRA & AMIYA BANERJEE

আমার বিদেশ ভ্রমন

রঞ্জন চক্রবর্ত্তী

অবসর নিয়ে ভালোই ছিলাম, সুদ, শেয়ার পেন্সন
হাতের কাছে সবই ছিল, ছিলোনা কোনো টেন্সন ।
ভ্রমন ছিল রক্তে আমার – এমনই ছিল জীবিকা
চাকরি সূত্রে ফ্রান্স ঘুরেছি – দেখেছি সাউথ আফ্রিকা ।
এবার হাতে সময় অনেক, ভাবছি বসে তাই
গিন্নী বলেন চলো তাবে ইউ এস এ তে যাই ।
ছেলে মেয়ে বিদেশ থাকে, আই টি তাদের পেশা
নাতি নাতনির মুখ দেখবো, জাগলো মনে আশা ।
সন্তানেরা বেজায় খুশী, পাঠালো পাউন্ড ডলার
প্রতিবেশীদের জানিয়ে দিলাম, উলটে নিয়ে কলার ।
ভিশা হল, টিকেট হল, হল ভ্রমন বীমা
ছ পিস লাগেজ গুছিয়ে নিলাম, যেমন ওজন সীমা ।

দমদম এ তে উড়ল বিমান, ঘন্টা আটেক পর
দুবাই নেমে বুঝে গেলাম, আর নেই তো মোদের ঘর ।
গিন্নী বলেন, দেখ দেখ, কত সস্তা সোনা
শুরু হোলো এক ডলারে চল্লিশ টাকা গোনা ।
পরের হপ এ নেমে গেলাম বিলেত নামক দেশে
পূরন হল অনেক আশা, স্বজন দেখার শেষে ।

শুরু হল নতুন জীবন, সব নতুনের মাঝে
সবাই ব্যস্ত নিজেকে নিয়ে, ছুটছে যে যার কাজে ।
ফুটপাথ আছে দোকান নেই, সব পাবে সেই মলে
রিক্সা নেই, হাটতে হবে, একেই বিলেত বলে ।
বাস ট্যাক্সি নাম মাত্র, যে যার নিজের গাড়ী

BEST WISHES AND BIJOYA GREETINGS

পুজো অভিনন্দন

From our Family

Rohit, Mitali, Jayati & Ashis

Rakhit

ধূসর রঙা, ত্রিকোন মাথা, সব এক ফ্যাসানের বাড়ী ।
সাজ সজ্জা ফুলের বাহার হরেক রকম আলো
গরীব দেশের অধিবাসীর লেগেছে বড় ভাল ।
বিলেত দেখা অনেক হল, সব খানেতেই ভীড়
Bath, Brighton, London Eye দেখে চক্ষু স্থির
রাণীর palace, রাজার বাগান, হরেক রকম মজা
এক সময় তো এরাই ছিলেন, এই প্রিথিবীর রাজা ।
দু মাস যেতেই বাতের ব্যাথা, হাত পা ফুলে ঢোল
হাস্পাতালে ঢোকা হল না সিটিজেন্সিপ গন্ডগোল ।
গিন্নী বলেন "অনেক হল এবার ছেলের বাড়ী চল"
উষ্ণো হাওয়ায় শরীর তোমার হবেই হবে ভালো ।

ছেলের বাড়ী ওহাইয় প্রদেশ, আমেরিকান স্টেট
সবাই জানে সব ব্যাপারে এই দেশটাই বেস্ট ।
ঘন্টা দশেক ওড়ার পরে, থামল এসে বিমান
বাইরে দেখি সপরিবারে সুমন এবং শ্রীমান ।
বাড়ীর পথে মটোর রথে, অবাক করা রাস্তা
যেমন চওড়া, তেমন পালিশ, জমি বোধহয় সস্তা ।
পরের দিনেই মালুম হল, এটা ধনীর দেশ
সুসজ্জিত বাড়ীগুলি, বাগান গুলোও বেশ ।
তবে বাস ট্যাকসির ফান্ডা নেই, ছেলের দুটো গাড়ী
আমরা একাই হেঁটে বেড়াই, রাস্তা থেকে বাড়ী ।
উইক এন্ডে গাড়ি ছোটে, লেক, মন্দির, পার্কে
বাজার করি ওয়ালমার্ট, মেসি এবং মার্কে ।

ব্রজেশ বাবুর দেখা পেলাম, এই দেশেতে এসে
সবাই মিলে দোল খেল্ লাম জুন মাসের শেষে ।
কদিন পরে সব বাঙালীর আশ মেটালো ভূমি
গানের টানে পরবাসে, পেলাম জন্মভূমি ।
নারায়ন পূজা – তাও দেখলাম, অসিতবাবুর ঘরে
গান বাজনা ভালোই হল সেথায় সপরিবারে ।

শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বিজন, স্বপ্না, বিক্রম, সঞ্জয় ও
সামান্থা রায়

কলম্বাসের বঙ্গোমেলায় মিটলো মোদের আশা
বি সি এস দেখিয়ে দিল, তারা নাচে গানেও খাসা ।
মজাক করে সপরিবারে নায়াগ্রা হল দেখা
বিশ্বের এই বিস্ময় তো ভূগোল থেকেই শেখা ।

হঠাৎ শুরু দাঁতের ব্যাথা, মাথায় পড়লো হাত
বিদেশে এসে এসব হবে, এমন ছিলোনা ধাত ।
আমেরিকায় চিকিৎসা হবে, জাগল মনে সাধ
বীমাপত্র পড়ে দেখি, দন্তচিকিৎসা বাদ ।
বাধ্য হয়ে ডেনটিস্ট এর ঠিকানা খুঁজে ফিরি
শুনি পোকায় ধরা দাঁত তুলতে লাগবে হাজার কুড়ি ।
পেনিসিলিন আর পেইন কিলার সস্তা খানেক খেলাম
এবার দাঁতের সাথে বাতের ব্যাথা, হস্পিটালে গেলাম ।
ডাকতার দিলেন ঘুমের ওষুধ, সাব ব্যাথা হবে মাৎ
কিন্তু মধ্যরাতে নিশির ডাকে, হলাম কুপকাৎ ।
পরিত্রাতা জয়তিদেবী দিলেন ড্রাগের ঝাঁপি খুলে
তাইতে আমি ভালই আছি, ব্যাথা বেদনা ভুলে ।
এই বিরাট দেশের অনেক দেখার, নাইতো কোনো শেষ
পূজার শেষে ফিরবো আবার মোদের নিজের দেশ ।।

Puja Greetings and Best Wishes for All our Friends in the Community

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্রমবকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

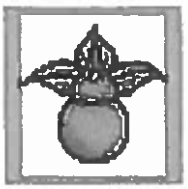

From Patra Family
Kabita, Ajit, Ajanta
Kousiki and Saurabh

প্রৌঢ় প্রলাপ--২

বুড়ো হওয়া কাকে বলে জানতে
বুড়ো হয়ে গিয়েছি অজান্তে,
পায়ে পায়ে তিন কাল পেরিয়ে
ঠেকে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে।।

পথ আজ প্রায়শই রুক্ষ
তদুপরি পরিসর সূক্ষ্ম
বাঁধা চোখে অবরোধ এড়িয়ে
এগোচ্ছি বয়ে নানা দুঃখ।।

যদিও বা ক্ষীণ আজ দৃষ্টি
তবু চোখে পড়ে যায় মিষ্টি
ওটুকুই, তার বেশী চাইলে,
সুরু হয় কি যে অনাসৃষ্টি।।

"খেও না খেও না" করে বিশ্ব --
হোক শীত, হোক ঘোর গ্রীষ্ম;
খেলে, লেখে ডাক্তারি file-এ,
উবে যাবে, হবে অদৃশ্য।।

Splenda• না চিনি তার দ্বন্দে
কাটে শনি-রবিবার সন্ধ্যে;
জিভে না ঠেকিয়ে পায়সান্ন
মিটাই চাখার সখ গন্ধে।।

দুই চোখ মেলে, ছেড়ে লজ্জা,
দেখি রূপ, আর দেখি সজ্জা,
গাঢ় লালে লেডিকেনি মান্য;
জ্বলি শুধু, জ্বলে হাড় মজ্জা।।

সন্দেশ, নমনীয় কান্তি,
দূর থেকে উসকায় ভ্রান্তি,
মুমূর্ষু সাধ কোন মন্ত্রে
জেগে উঠে কেড়ে নেয় শান্তি।।

মিহিদানা সরভাজা ভিন্ন
গজা কি ল্যাংচা থেকে ছিন্ন
যে-জীবন, লেখা কোন তন্ত্রে,
সে-জীবন কতখানি ক্লিন্ন ?

গতিটা কি, হলে পরে বৃদ্ধ,
গরমে শুধুই হওয়া সিদ্ধ ?
যে-সময়ে দিকে দিকে বঙ্গ
সুরভিত আমে সমৃদ্ধ ?

শুধু বুড়োরাই নয় জব্দ,
চিকিৎসাশাস্ত্রই স্তব্ধ।
"খাবটা কী," কাঁদে সারা অঙ্গ,
সাড়া নেই, সবই নিঃশব্দ।।

জানি, বাস যে-জগতে অদ্য,
স্বচ্ছ দেওয়ালে সেটি বদ্ধ;
বাইরের জীবগুলি নড়লে
ক্ষোভে মরি, ওরা যে অবধ্য!

হাতে নিয়ে জল, টাকে ঝাপটা
দিতে দিতে দেখি পাটিসাপটা
খায় ওরা, জিজ্ঞাসা করলে,
জানাবে কে কী আমার পাপটা ?

কল্যাণ দাশগুপ্ত
ক্লীভল্যান্ড, ওহাইও
১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮।।

হাসতে মোদের মানা

~ সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় ~

দৈনন্দিনের হস্তিকায় চাপে হাসির কথা যেন মগজেই আসেনা আর। 'পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই', কিংবা 'উঠছে হাসি ভসভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে'- এসব মনে নেই আর আমাদের, শুধু অনলাইন আবোল তাবোল এ পড়ি আর প্যাচা বদনী হয়ে ল্যাপটপ ল্যাপে নিয়ে বসে থাকি। আমরা হলেম গিয়ে এখন কেতাদুরস্ত, হাই-ফাই NRI. আম সংসারে বাসন মাজার চাপ আর কর্মক্ষেত্রে কত্তাব্যক্তিদের সদা আনন্দময় করে রাখার চাপে চিঁড়ে চ্যাপ্টা! ----হাসতে ভুলে যাচ্ছি আমরা; আমরা মানে ৩০ এর ওপরে পা রাখা আমেরিকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাসকারি প্রজন্ম। আমরা যারা 'না ঘর কা না ঘাট কা', নিজের দেশে NRI আর আমেরিকায় 'দেশী'। যখন ছোটো ছিলাম শহরে NRI বলতে ছিল হাতে গোনা ক'জন। এখনকার মতন তো আর NRI পুজো হত'না পাড়ায় পাড়ায়। সে কি সম্মান তাদের! পুজোতে NRI আসছে দেশে -পাড়ার গরিমা বেড়ে দোতলা ছুঁই ছুঁই। মনে আছে মা'র বান্ধবী মনিমালামাসীর ভাসুরের মেয়ে ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে দেশে আসত পুজোর সময়-আহা, যেন খোদ দুগ্গাপ্রতিমা হেঁটে চলে বেড়াত। কি বাহারী চুল, গোলাপের পাপড়ি মেশা-মাখনের মতন গায়ের রং! মনে হ'ত বেপাড়ায় গিয়ে বলে আসি 'আমাদের পাড়ায় পুজো দেখতে আসিস, জ্যান্ত প্রতিমা এনেছি আমেরিকা থেকে'। এখন তো মাছবাজারের মিলনদার ছেলেও NRI, জেল লাগিয়ে ওয়ালমার্ট ব্রান্ড লিভাইস জিন্স পরে কেতা মেরে খ্রীষ্টমাস পালন করতে দেশে যায়। আমরা যখন যাই, দেখে মনে হয় এই বুঝি লোকে ভাবছে 'উফ, আবার ওই NRI গুলো ভিড় বাড়াতে এসছে'----এখানে মাইলের পর মাইল গাড়ি চালিয়ে বেড়াতে গেছি, কিন্তু দেশে গিয়ে গাড়ির ঢেউ এ এমন অথৈ জলে পড়ার অবস্থা যে পাশ থেকে অজস্র রিক্সাঅলার 'দেখে গাড়ি চালাতে পারেন না' ধমকানিতে একেবারে তটরস্থ । এখন ড্রাইভার এর হাতে স্টিয়ারিং দিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকি, পাছে দুর্ঘটনাকে চোখে দেখতে না হয়। এক লেনে দু দিক থেকে গাড়ি আসছে-যাচ্ছে দেখার চোখ নষ্ট করে দিয়েছে এই পরবাস আমেরিকা, অথচ দেশে গিয়ে 'ভজহরি মান্না' য় খাবার সাধটি ও তো আর সেই ভয়ে ছাড়তে পারিনা। নিজের দেশে গিয়ে এখন সব্বার আগে যেটা চোখে পড়ে সেটা হ'ল 'জেনারেশন গ্যাপ'। গত পাঁচ-ছ বছরে কোলকাতার পরিবর্তন চোখে সরষেফুল দেখানোর দাবী রাখে। এখন টু ডিজিট এ যাবার আগেই ৮০ শতাংশ বং কাচ্চাবাচ্চা (সৌ: আমেরিকান-দেশী ডিকশনারি) সারাদিন ইংরেজীতে কথা বলে, দাদা-ঠাম্মা নাইবা বুঝল তাদের অ্যাডপ্টেড বিলিতিয়ানা তাদের নাকি বাঙলা ঠিক আসেনা! কম্পুটার এ 'ডিকশনারি ডট কম' তো আছেই বাংলা শেখার জন্যে। ওরা শোনে কান্ট্রি মিউজিক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর নাম মনে রাখা ওদের কাছে শাস্তিসম। ওরা পোস্টকার্ড কি জিনিষ জানেনা কারণ ওদের জীবন তো এস এম এস এর মেরি গো রাউন্ড এর চক্করে ঘুরে বেড়ায়। দুর্গাপুজোর থেকেও ওরা মগ্ন ভ্যালেনটাইনস ডে সেলিব্রেশন এ। আমরাই শুধু এতো দুরে বসে বসে নিজের দেশকে আটলান্টিকের ওই পারে ফেলে আসার শোকপালন করি হরবকত হরদিন। তা পরভূমে নিজবাসী হবার চক্করটি ও এখন খুব ঘোরালো ভাই---গ্রীণকার্ডের লাইন এখন মোটামুটি পাঁচ-ছ বছর লম্বা, তার আবার নানান ক্যাটেগরির নানান ভাও। সাধারণ মানুষ যারা বুড়ো কাকার ব্যাবসা দেখবে বলে এসচে তাদের ইবি৩ আর যারা আমাদের মতন গবেষনা করে করে হাতের আঙ্গুলে স্পেশাল trigger finger অসুখ বাধিয়ে ফেলেছেন তারা ইবি১ আর মাঝখানে বাকি সবাই ইবি২। এই ইবি র চক্করে প্রাণ একেবেরে ওষ্ঠাগত। যদি কখনো সেই সবুজপত্র টি ভাগ্যক্রমে মেলে তখন অ্যাপ্লিকেশনে হেয়ারের স্থানে লেখা 'ব্ল্যাক' উঠিয়ে দিয়ে লিখতে হবে 'নান্'। ঘেন্না ধরে গেল মশাই এই নড়বড়ে পরবাসী জীবনে। তা যখন হেয়ারের প্রসঙ্গ এসেই গেল একটা মজার কথা বলি। এমনি এক আড্ডায় গেছি, বসে বসে গপ্পো শুনছি: নানান নতুন আলাপ হওয়া মানুষজনের এ দেশে যুগান্তর কাটানোর কথা, চাকরিতে মাইনরিটি হবার গপ্পো, কেউবা আদ্দেক ডিম খেয়ে লাখ ডলার জমানোর কথা বলছেন তো কেউ এ দেশে থেকেও ছেলে-মেয়ের পরিষ্কার বাংলায় কথা বলার গর্বে মুখচোখ লাল করে ফেলছেন। এসব টপিক নিয়ে নানান মুনির নানান মত, তাই জটিলতা না বাড়িয়ে আমি বরং শুধু হেয়ার রেজুভেনেশান এর টপিক এই থাকি। সেদিন আমি ই আড্ডার নতুন মুখ আর তাই চিড়ে ভেজা হাসি মুখ করে নব্য নানান গল্প শুনছি। হঠাৎ আমারি বয়েসি এক ছেলে এসে উদ্বিগ্ন মুখে হেয়ার লস তথা চুল পড়ে যাওয়া র কাহিনী শুরু করলো।

সব চুল খসে যাচ্ছে তার, এযেন হালফিলের নাসার ডিসকভারির গা থেকে জ্বলন্ত চামড়া খসে পড়ার সমান সমস্যা। কেন জিজ্ঞেস করাতে কেতা মেরে রাবীন্দ্রিক স্টাইলে বললে ' এ প্রশ্ন আমাকে কোরোনা, এ প্রশ্নের উত্তর তোমাদের মত আমিও খুঁজি'। ওহ---কি এন্ট্রি গুরু, হয়ে যাও শুরু। মাথায় হেনা, আমলকী মায় হালফিলের 'নীতা'স হার্বাল' ও লাগিয়ে দেখেছে, নো রেসাল্ট।

শারদ শুভকামনায়

রতন, বাসবী,

মধুরা ও মেঘা মৈত্র

এম্মা, নীতা'স হার্বাল জানেন না? তারমানে আপনার বাড়িতে আমাদের দেশের আন, শান, অভিমান Zee TV ই নেই। যাচ্চলে তাহলে আপনার সাথে কথা বলব কেমন করে? আপনি মশাই অনেক পিছিয়ে। সে যাইহোক, নীতা'স হার্বাল এ একটি চমৎকার উইগ পরিহিতা মহিলা উরফ নীতাদেবী মাথা নেড়ে নেড়ে চুল গজানোর টনিকের কমার্শিয়াল দেন। সেই টনিকেও আমাদের এই নবীন বাবাজীবনের বিশেষ কোনো উপকার হয়ে ওঠেনি, একেবারে তলানিতে ঠেকে তালশাঁস প্রকাশিতপ্রায়। তাই সবার কাছে চুলচাষের উপায় জেনে বেড়াচ্ছে। সামনেই দেল্হি কা লাড্ডু মানে প্রজাপতিঋষি গায়ত্রীছন্দে। হবু বউ যাদবপুরের ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, একমাত্র শালী '২৪ ঘন্টা' চ্যানেলের পপুলার হোস্ট, শাশুড়িমা শ্রী শিক্ষায়তনের দুঁদে শিক্ষিকা। ঘরে যশ, খ্যাতি র সাথে সাথে সাদা-কালো চুলের ও প্রবল সমৃদ্ধি। এমতাবস্থায় তালশাঁস কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার জামাই এর গৃহপ্রবেশ? ছো ছো, নৈব নৈব চ - বিষম প্রেস্টিজ ইস্যু। চোখের কোনায় আমারি মতন পরভূমে নিজবাসের বীতশ্রদ্ধা চিকচিক করতে দেখলাম বলে মনে হ'ল যেন! যাইহোক, আমি তো সমস্যা শুনে মনে মনে 'হেয়ার লস' গুগল সার্চে নেমে পড়লাম। ভাবলাম না যে তা নয়, কম্পুটার ইঞ্জিনিয়ার, google, ask jeeves search এর মতন বেসিক হোম ওয়ার্ক কি আর আগেভাগে করে রাখেনি? হয়ত ফেসবুক বা অরকুট এর মতন ফ্রেন্ডশিপ কম্যুনিটিতে ডিসকাসন ফোরামগুলো ও সার্ফ করে এসেছে। হল ই বা তার চিরুনি তল্লাশ সারা, আমার মানবিকতার খাতিরে এটুকু না করলে কেমন খারাপ দেখায় না কি? তবে আমার নেট তল্লাশি শেষ হবার আগেই কাকিমা-মাসীমা রা একেবারে বাবাজীবনের ওপর হামলে পড়ে সুরাহা বাতলাতে শুরু করলেন। একজন যদি বলেন 'বাবা, ক্যাসটর অয়েল লাগাও মধু দিয়ে' তো অন্যকাকিমা রামদেওবাবা র ম্যাজিক প্রাণায়াম এর উপদেশ দেন, আবার বয়জ্যেষ্ঠা মাসীমা হপ্তায় তিনদিন আদা, রসুন আর পেঁয়াজ ছেঁচে মাথায় লাগানোর পরামর্শ দিতে লাগলেন। এইসব শুনে আমার মনে হলো দু টুকরো নধর চিকেনের (চিকেন ও নধর হয় নিশ্চয়!) ব্রেস্ট পিস দিয়ে দিলে তো সোনায় সোহাগা, একেবারে চিকেন দো-পেঁয়াজা রেডি ইন টু মিনিটস (সৌ: ম্যাগি)। এমনিতেই বঙ্গপুঙ্গবের মাথায় ইনসুলেটেড ওভেন তো ধিকিধিকি জ্বলছেই, একটু বেকায়দা হলেই ঝুপ করে লেলিহান শিখা বেরিয়ে আসাই তো রোজনামচা (বিষম খাচ্ছি লিখতে লিখতে---নিশ্চয় কাকা-দাদারা ইতিমধ্যেই গালাগাল দিতে শুরু করে দিয়েছেন)। ইসসসস্ সঞ্জীব কাপুরের খানা-খাজানা চ্যানেল রেসিপি টা টুকে নেবার আগেই পেটেন্টেড করা আবশ্যক। আচ্ছা, আপনি ই বলুন আমার আইডিয়াটা কি খারাপ? এক টিলে দুই পাখি- চুল ও গজালো আবার রাতের ডিনার ও রেডি। এখনকার দিনে কুচবরণ কন্যের ও বড়ই খরা, প্রয়োজনে অর্ডার দিয়ে বানাতে হয়। আর হবেনাই বা কেন? এতো সময় কোথা সময় নষ্ট করবার! কান বরাবর হুশ্ করে কাঁচি চালিয়ে দাও-উফ্ কি আরাম, যেন পালকের মতন হালকা হয়ে উড়ে গেলেই হল। স্টাইল কে স্টাইল ও হল আবার সকাল-বিকেল চুল পরিচর্যার মতন একটা বড় কাজ তো কমল! এখন যে রাধে সে আর চুল বাঁধেনা দাদা। দেশী বিয়েতে খোঁপা লাগবে শাড়ীর সাথে, তো পার্লারদি কি দোষ করল? ওদের ও খেয়েপরে থাকতে হবে মশাই, তো আপনি আমি না গেলে কেমন করে তেঁনাদের চলে বলুন? এ তো গেলো চুলোচুলি র কথা। বিয়ের অ্যালুমিনিয়াম জয়ন্তী অব্দি টিকে গেলেই ব্যাস হেয়ার- প্রেস্টিজ এর জায়গা একদম পেছনের বেঞ্চে: ছেলেরা ঋতুদি মানে ঋতুপর্ণ ঘোষ আর মেয়েরা সারিকা, ঝকঝকে শেভড্ সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার। বাপরে বাপ, অনেক বকবক করলাম আপনাদের সাথে, একটুও হাসলো কি ৩০ এর ওপরের সিরিয়াস শশ্রুগুম্ফ এন আর আই প্রজন্ম? না হাসলে কিন্তু পয়সা ফেরত দেবেন দাদা-ভাই। উপায় তো নেই, তাই আমি অগত্যা ভালোয় ভালোয় ফেরত চলে যাই পরবাসী জীবনযাপনের ওয়ারড্রোবে।

দিব্যি আছি খোশমেজাজে ম্যাকডি চিকেন খেয়ে

দিন চলে যায় আপিস-বাড়ি আর বিহ্গান গেয়ে।

পুজোর গন্ধ নাকে এলেই কেন যেন মনটা দ্রবীভূত হয়ে যায় আর কেবলি মনে হয় 'ফিরে চল্ মাটির টানে'।

Best Wishes and Puja Greetings

From:

Nirmal, Sunanda,
Nabarun, Susan,
Neilendu,
Jane, Jacob & William Kundu

পূজোর দিনগুলি

সোমা চক্রবর্তী

এসে গেছে শরতের শীত আর সেই আশ্বিন মাস।
কাঁসার ঘন্টা, ঢাকের আওয়াজ দিচ্ছে দারুণ আভাস।।
এসে গেল পূজোর গন্ধ, পূজোর কলরল।
শিউলি ফুলে ভরে গেছে সারা ধরাতল।
এই আনন্দময়ী আবহাওয়ায় সবাই করি আহ্বান।
দেবী দূর্গার আগমনে হোক সবার শান্তিময়ী জীবন।

শারদীয় অভিনন্দন।

ছেলেবেলার ঠাকুর দেখা

অভিজিৎ নাথ

শরতের শান্ত সকালবেলা,
পরছে মনে আমার ছেলেবেলা,
রাত জেগে ঠাকুর দেখার মজা,
আর নতুন কিছু খোঁজা,

ফেলে আসা সেই দিন গুলি ছিলো বেশ,
সাধ হয় ফিরে যাই সেই ছেলেবেলার দিনে,
কে জানতো সাধ হোতে সাধ্য এতো দূরে।

প্রার্থনা করি দেবী দুর্গার আগমনে সবার জীবন
আনন্দ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক..

জয়ন্ত, মৌসুমী,

অর্জুন ও রূপসা পান্ডা

ফ্রীমন্ট, ক্যালিফোর্নীয়া

My Heritage- a Fantastic Point of View
Deepanjana Das

A ceremonial tradition, a treasured inheritance, an everlasting legacy – our heritage is more than a few annual customs and fancy words thrown together. Rather, it is an aspect that defines a person, his values, his opinions, and his way of life. Knowing our heritage gives us the keys to our souls, like legends of maps revealing mysterious, unknown destinations. It can also make him susceptible to a world filled with narrow-minded stereotypes. For me, discovering my rich heritage has never been an enticing treasure hunt; on the contrary, it has always been just within my reach. Though not exactly diverse, my heritage has never ceased to surprise me with its vivid, colorful festivals and outrageous traditions. Pure Indian blood flows through my veins, as I owe all my roots to a gorgeous, tropical country with a flowing abundance of culture.

The word "heritage" summons at least a thousand different thoughts to my mind. Upon observation, behind everything I do or say, a cultural influence can be found in my Indian soul. Sitting here in Cleveland, almost taken into a trance, I can picture the lush green fields of rural India; smell the intoxicating odor of "Jilebi", (a lentil mixture designed into spirals and bathed in hot sugar syrup); hear the cacophony of the local festival held in honor of hundreds of mythological Indian gods; feel the rhythmic beat of the drummers during the Puja Season; hear the echoing melodies of Indian tunes played in the midst of the night; and experience the hustle and bustle of my crazy, yet wonderful India. I do not know where to begin: Should I start by sharing our own, beautiful language called Bengali, or should I reminisce about my grandmother's scrumptious cooking. Being brought up in India, my heritage has been etched into my mind since I could talk. Surrounded by such exotic culture all my childhood has left me with more than a handful of cherished memories and more traditions than I can count.

All the members of my extended family still live in India, giving me an excuse to revisit my homeland every few years. Like most Indian families, tradition is the soul motive that guides the actions of my aunts, uncles, cousins, and grandparents. Throughout their lives, they have been living in the eastern state of West Bengal. Each of India's twenty-eight states is entitled to its very own culture, unique traditions, festivals, dance, language and food, and magnificent natural landscape. Located adjacent to the Bay of Bengal, our state shares a love for fish, music, gossip over a cup of tea, and huge social gatherings to name a few.

My last visit, a few summers ago, shed some light on the "heritage" and philosophy of my fellow Bengalis. One such example is to take off my shoes at the doorstep of every relative's house, reminding me of the concept of a "temple": every house is a temple to its owner and Indian gesture of respect for one's home. Upon arrival at any Bengali traditional home, "sharbat", an instant version of a soothing drink made out of freshly squeezed lime and sugar, and snacks are offered. For one thing, nothing is more offensive than to refuse such a token from a hospitable Bengali. If that isn't enough reason to take the drink, the scorching heat of the sun outside and the humid atmosphere makes it almost painful to turn away such kind of refreshments.

Indians, especially my family members, will do anything and everything to create a friendly environment and make sure their guests are comfortable. With all its colors and aromas, a Bengali traditional lunch is truly heavenly. Warm, fluffy "rotis", the soft baked substitute for bread, fresh Basmati rice, soft, seasoned fish topped with shredded coconut, and spicy curry filled with hot, tantalizing spices are the standards for what modest Bengalis like to call a lunch. Mouth-watering sweets, a heaven for sugar-lovers, are a must after such a delicious meal. Such an elaborate lunch must be followed by an afternoon nap; however, if one is brave enough to venture outside with the sun's rays just overhead, the busy city streets are quite a sight after a relaxed meal. From crowded shops, bustling with loud movie music and chattering customers, to roadside stalls, where a cool drink of coconut water can be used to save many a parched throats, the city is constantly alive and filled with vitality.

Elaborate customs that accompany any festival, big or small, is the foundation of Bengali social existence. Be it an week-end "Shani puja" on the roadside or an elaborate "Durga Puja" spanning over two weeks, customs and traditions take the driver's seat on each occasion. No festival is complete without its specially prepared food, meant not only for the participants, but also for anyone dropping-in to take a sneak-peek of the festivities.

Art and culture are inseparable from the lives of Bengalis. Almost every child is expected to get some training in singing and dancing to perpetuate Indian heritage. Numerous traditional classical variations of such art forms are the most sought after, although modernizations of them are not frowned upon.

Here, in our little house in North Olmsted, we tend to cherish small snippets of such traditions everyday. During the annual festivals, we make the thirty-minute trip to the India Community Center, where all Bengalis and several non-Bengalis gather to worship God and, of course, share the heritage of traditions, philosophy, culture and arts, complete with the trademark gossip. Not a day goes by in our lives when we don't exchange a few Bengali phrases amidst our usual English conversations. My heritage is present in almost every aspect of my daily life; it is the thread that binds my life together. Many people do not have such a rich background filled with endless traditions and customs. I'm very blessed and proud to be able to have the best blend of both worlds—my American way of life and my Indian heritage.

Translations from Rabindrasangeet

By: Marian Chatterjee

Amare Tumi Oshes Korechho

You have led me down endless roads,
Such is Your play.
Emptying and replenishing this life ever new.
Leading me over a myriad mountains and across countless rivers,
Playing Your flute
With ever changing melodies
For me to put words to.

In Your undying presence,
My heart forgets its limits and erupts with joy
In waves of words.

But I have just a handful to give
And Your gifts are never ending
Only for me to take.

Sunyo Hate Phiri He Nath

With empty hands I return to You my Lord,
From street to street, door to door, I wander
Forever a beggar, my heart wants.
My soul knows no peace,
My thirst is never quenched.
All that I get, I lose.
It floats away in a stream of tears.
With empty hands I return to You my Lord.
All the travelers have gone away,
The day is done,
Dark night has come
And the festivities are over.
However many roads remain,
I will wander, forever a beggar
Across the vast ocean,
Wherever a lamp is lit.

Ami Kan Pete Roi

I keep listening at the door to the depths of my own heart.
Listening for the message in some deep dweller's tears and laughter.
There, the bumblebee seeks a hidden blue lotus, indifferent to all else.
And a lonely bird calls for his companion in the darkness.
I keep listening at the door to the depths of my own heart.
Who is this deep dweller to me? Who knows?
Some of his brilliance I can see with my eyes,
And some of it I can sense by guessing.
But some of him I don't understand at all.
Now and then, his message finds expression in my own voice.
He knows me and sends me his words
through the melody of a song played on the strings of my heart.
So, I keep listening at the door to the depths of my own heart.

Amar Mon Jokhon Jagli Na Re

Oh, my heart, you didn't awaken when your true self came knocking on the door.
But the sound of his leaving disturbed your slumber.
In the darkness of night and alone, you went in search.
His flute played in the darkness but you could not see him.
You were avoiding him and now your eyes cannot see him.
And now, if you return to your quest, do you think you will find him?
He, whom you have shut out of your home?

Tumi Je Surer Agun Lagiye Dile More Prane

When You illuminated my life with the fire of melody,
The flames spread everywhere,
And the fire keeps dancing rhythmically amid all the dead branches.
Towards whom do its hands reach into the sky?
The stars of the darkness stare in amazement,
And the crazy wind blows in a mad rush from who knows where.
Here, from within the bosom of the night,
Sprang up a pure, golden flower from the heavens.
Crafted by a Sorcerer within the flames.

Purnochander Mayay Aji Bhabona Amar Path Bhole
Today, in the enchantment of the full moon, my thoughts forget the pathway
As if they were birds from some distant ocean, they fly away, away, away.
In the melody of the light and shadows, someone from some distant, faraway time beckons me, "come, come, come...."
Where my lost spring night has gone away, they wander around in search of their companions.
There amidst the light and shadows, that deep pain from many ages, cries with longing, "alas, alas, alas..."

Bhalobeshe Sokhi, Nibhrite Jotone Amar Namti Likho Tomar Moneromondire
Lovingly my dearest,
And with special care, write my name in the temple of your heart.
Your ankle bells have learned the rhythm of the song that plays in my soul.
Lovingly hold and cherish my songbird in the courtyard of your home.
Keep my *rakhi* tied to your golden bangle,
And carelessly pick a blossom from my creeper vine and put it in your braid.
Paint a drop of the blessed *sindur* you wear to honor me, onto your sandal covered forehead,
And smear the sweetness of my heart's enchantment on your perfumed body.
Take all the passion of my life and death, break it and scatter it in your incomparable glory.

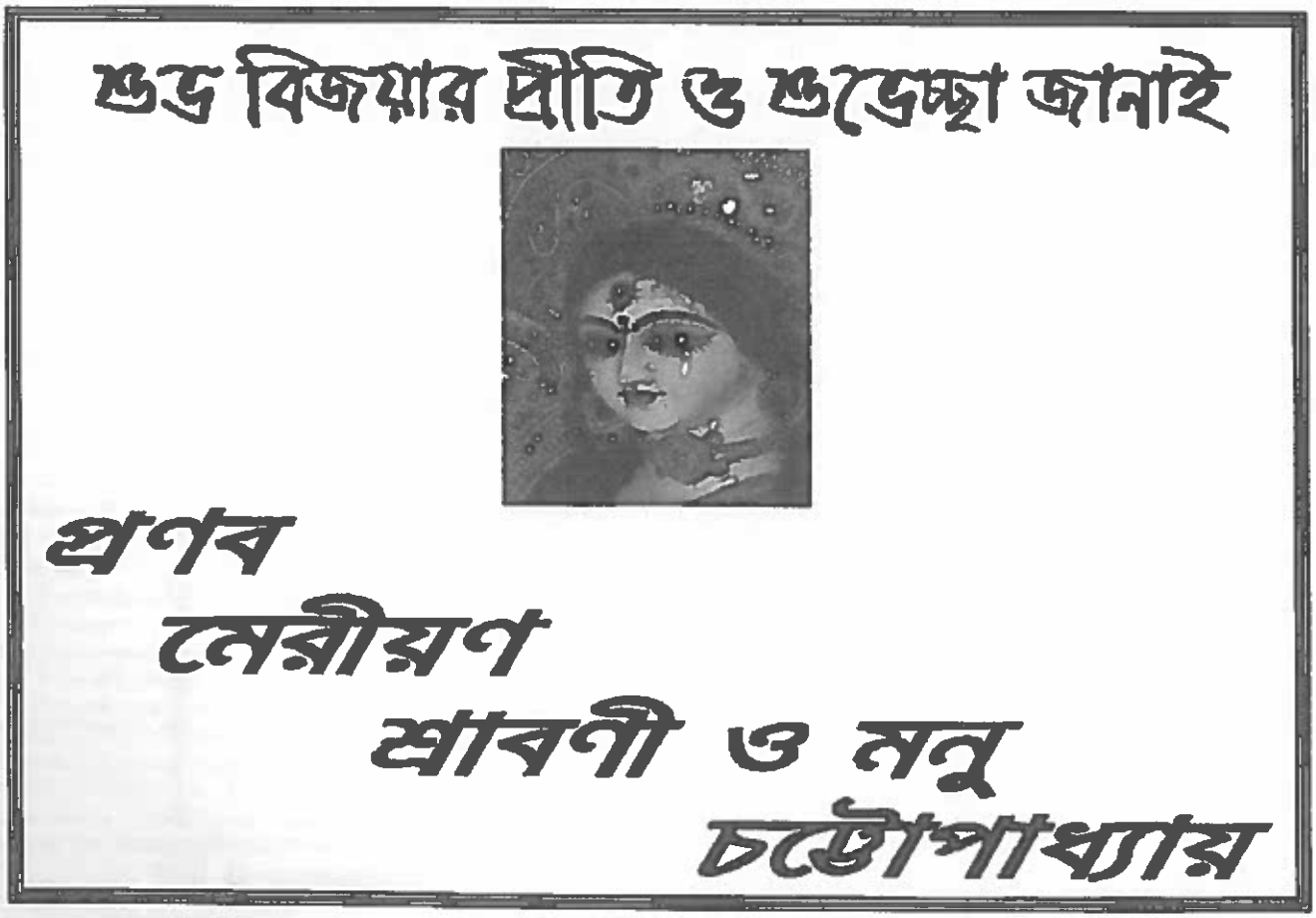

GAUDIYA NRITYA: A BENGAL SCHOOL OF CLASSICAL DANCE

By Mahuya Mukhopadhyay

Gaudiya Nritya is a classical dance form of Bengal. The life of Bengal is community based and festival oriented, salient features of Bengali society include numerous religious festivities, such as Gauda Vanga. The political territory of Bengal has changed many times due to the rise and fall of several dynasties as well as the invasion of foreign intruders. But despite centuries of political indiscipline the culture has remained virtually unchanged.

The eminent historian Dr, Nihar Ranjaii Roy has rightly defined and designated the geographical territory of Greater Undivided Bengal. The territory includes "the Himalayas in the North - from the Himalayas to the Nepal border, Sikkim and Bhutan; the Brahmaputra Valley region in the North–East, the plains adjacent to the Bhagirathi river and parallel to the North up to Dwarbhanga in the North-West; the Garo, Khasia, Jayantia, Tripura and hilly regions of Chittagong up to the South-East Bay of Bengal-the Rajmahal, the Santal Paraganas, Chottonagpur, Manbhum, Dhalbhum, Keonjhar, the rocky and woody Plateau of Mayurbhanja in the west and at last the Bay of Bengal in the South" (Bandyopodhyay 1396, 1). These regions have been lands of cultivation of all created activities related to aggravating and ameliorating the progression of Bengal civilization and religion. In fact, the geographical surroundings with all their diversity have left tremendous influences upon the culture. The classical dance of this region has also the cultural identity of Bengal, tuned and perfumed with flavor of sublime aestheticism. Gaudiya Nritya of Bengal is truly a most valuable cultural treasure of Bengal.

We know about the music and dance of medieval India only through documents in which scholars sought to describe and prescribe it. The gradual transition between the so-called ancient and medieval eras of Indian history was more the results more of a trend toward feudalism and an evolving state of mind than of the rise and fall of kingdoms and dynasties. Bengal was no exception. In the early centuries of the common era, treatises such as Bharata's Natyasastra enunciated the significant and enduring Indian concept of the Interrelationship of all the arts – literature, drama, architecture, sculpture, painting, music and dance. The antiquity of Gaudiya Nritya is an art that is meant primarily for spiritual expression, being obviously a temple art at the outset, with guru-sisya parampara (mentor-disciple succession) dance traditions and historical evidences.

Our ancient text on dance and drama is the Natya Shastra (c. 200 BCE 200 CE). The text mentions pravrtti, or zonal divisions of inida, and distinctive realistic dance-dramas are associated with each zonal division. The dance-dramas have been classified into four categories: 1)Avanti 2)Pancali 3)Dashkinatya 4)Odra-magadhi (Bandyophadhyay and Chakraborti 1982, 118). In the present century, from Daksinatya, we have four classical dance forms: Bharatanatyam, Kathakali, Kuchipudi and Mahiniattam, from Orda-maghidi; Odissi, Gaudiya and from Gaudiya Vaisnava religion, classical Manipuri dance. The Natya Shastra also describes the style and technique, i.e., vrtti, of the Bengal School of Classical Dance: "bharatikaisikin caiba vrttimeshasamashrta." Bharati refers to a vigorous dance with verbal dialogue and knishiki refers to a vigorous dance with verbal dialogue and kaishiki refers to a graceful lasya dance. A part from the Natya Sashtra, Matanga Muni's Brdaddeshi (c. 400-600 CE) (Sharma, 105). Sangga Deva's Sangita Ratnakaru (c.1227-1240 CE), and Mahesvar Mahapatra's Abhinaya Camriki-(c, eighteenth century CE) also inform us about Gaudiya Nritya. Periods of temple building caused by devotional enthusiasm and royal ambitions changed the landscape of Gauda Vanga (Greater Benga; before partition) between the eighth and twelfth centuries. Religious and royal authorities assigned young girls trained in music and dance to each great temple to perform before its deity. Such women, called devadasi, the deity's female servants, were recruited from many castes and were supported by the temple and thus indirectly by the king. Kalhana of Kashmir (c. twelfth century CE), the author of Rajatarangani, informs us that Jayapida, the king of Kashmir (c. eighth century CE), entered the city of Paundravardhana (Gauda Vanga, today's North Bengal) in disguise so that he could see the Lasya Nritya, i.e., the graceful dance being performed to the accompaniment of vocal and instrumental music (Stain 1990,423). According to the codification of Bharata Muni's Natya Shastra Nayapala Deva, the pala king (c tenth century CE), assigned one thousand devadasi to the great shiva temple he built in Gauda Vanga (North Bengal), Bengal's temple often feature pillars curved with images of these women holding musical instruments or caught in alluring dance postures and gestures (Mukherjee 2004b, 29-31).

The devadasi nurtured and promoted musical knowledge for centuries. They were often temple coutesans. In good times, as during the sixteenth/seventeenth century reign of Malla Rajas of Visnupur, society honored and respected them. Their light classical and pure classical performances included singing and dancing in Vishnupur temples and royal courts. So the devadasi played a key role in developing and perpetuating Gaudiya Nritya (Mukherjee 2004b, 45-56).

The pala and sena periods were the golden periods of Gauda Vanga's Sanskrit literature, sculpture, painting, music and dance. Names of Nata or dance gurus (mentors) during this period include Nata Gangok, Nata Jayanta and many others. The Nata has had a prestigious position in Bengali society because Bengali classical traditions were transmitted from one generation to the next by means of the guru-sishya paramparaor Mentor-disciple succession." There were five court poets in Laxmansena's courtyard called Panharatna – Pancha, meaning five, and ratna, meaning gem. Their names were Dhoyiek, Umapatidhara, Govardhan Acarya, Sharana, and Jayadeva. The latter was the chief court poet in the court of King Laxmansena. His immortal creation Gita-Govinda and his wife, the legendary dancer Padmavati, are well known to us all.

Terms

1. Gaud: The name of ancient Bengal.
2. Hasta: Hand gestures
3. Pada: Foot work
4. Sthanaku: Stances or standing postures
5. Chari: Walking movement
6. Bhramari: Whirling movements
7. Natyashastra (c.200 BCE – 200 CE): The most ancient textual material of dance, music and dramaturgy of India.
8. Sculptures are from different museums of West Bengal and Bangladesh.

Note: For further details read book GAUDIYA NRITYA: A BENGAL SCHOOL OF CLASSICAL DANCE By Mahuya Mukhopadhyay

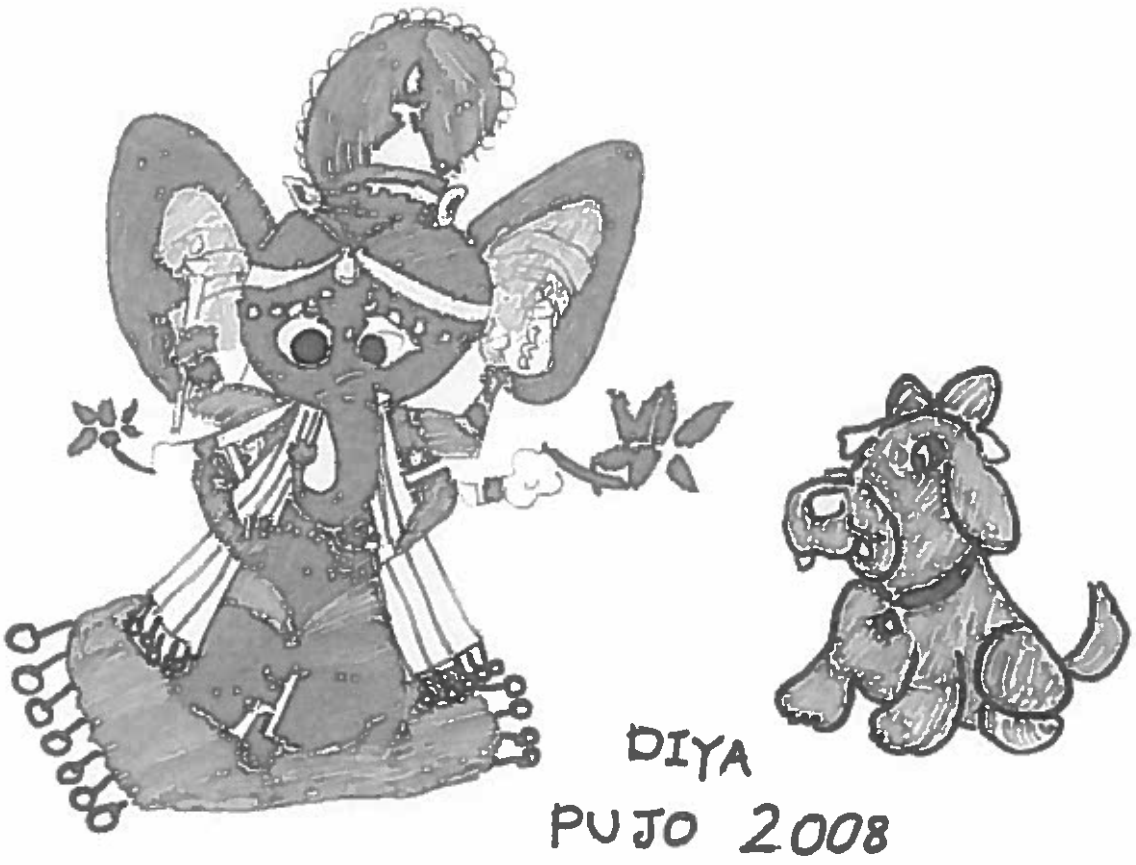

Diya Chakraborty

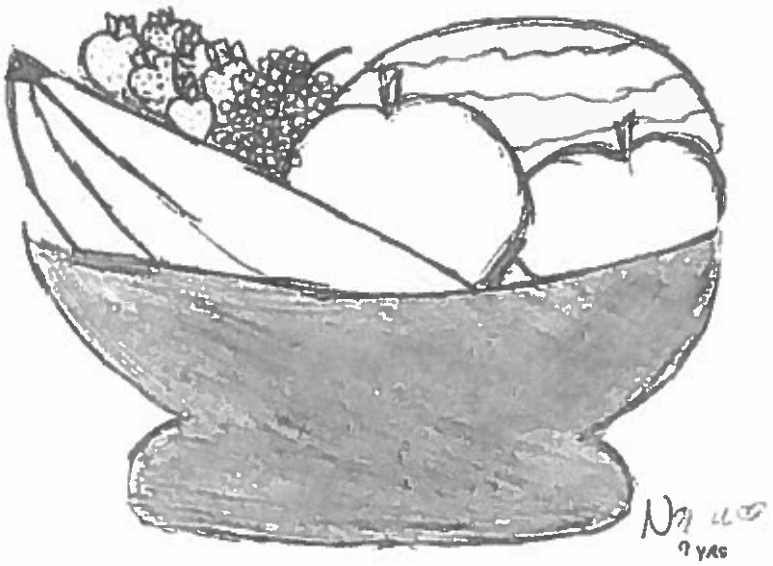

Parul Banerji

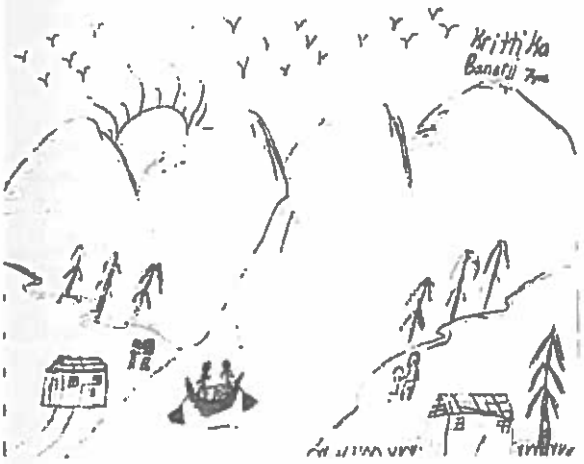

Leaves leaves all around

Krittika Banerji
7 yrs

Crunching, munching rolling and stumbling
Red orange green and brown
Falling from trees, blanketing the ground
Drifting down from all over
Making a bed oh, so colorful
Leaves, leaves all around.

Rolling around, falling to the ground
It's like a soft carpet
Oh how I like to laugh and play
When I see and hear that autumn is here
Leaves leaves all around.

Mohini Mukherjee
7 yrs

A Dream

Pial Dasgupta
Age: 10 years

One day I was walking when I heard a noise. It sounded like people laughing with freedom and joy. I followed the noise. The noises led me to a building. There were many people inside. I saw a stand with a beautiful statue on the top. When I went back home I saw my parents. I told them about what I had seen. They said it was "Durga Puja". The next day I went back the same place. Someone walked passed me dressing gorgeously. I asked her what Durga puja was. She replied "The statue is Durga Thakur, our Goddess who blesses us with greatness. Today is the day we thank her for all she has done." There were so many traditions that were new to me. That night when I got home, I thought of wonderful Durga Thakur. But then I heard my sister saying, "Wake up!!" and I opened my eyes and figured out it was a dream. I immediately remembered that we are having Durga Puja next week. It filled my mind with glee.

Some Thoughts...
Anyun Chatterjee

If you can start the day without caffeine,
If you can get going without pep pills,
If you can always be cheerful, ignoring aches and pains,
If you can resist complaining and boring people with your troubles,
If you can eat the same food everyday and be grateful for it,
If you can understand when your loved ones are too busy to give you any time,
If you can overlook it when those you love take it out on you when, through no fault of yours, something goes wrong,
If you can take criticism and blame without resentment, If you can ignore a friend's limited education and never correct him,
If you can resist treating a rich friend better than a poor friend,
If you can face the world without lies and deceit, If you can conquer tension without medical help, If you can relax without liquor, If you can sleep without the aid of drugs, If you can say honestly that deep in your heart you have no prejudice against creed, color, religion or politics....
Then, my friend, you are almost as good as your dog.

রাজার নতুন পোষাক

উর্বসী দত্ত

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। সেই রাজা সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পরতে খুব ভালবাসতেন। সেই কথা জানতে পেরে এক দিন রাজার কাছে দুজন দরজি এল। তারা রাজাকে বললো 'আমরা এমন জামাকাপড় বানাতে পারি যা কেউ কখনও দেখেনি।' রাজা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। তারা রাজার কাছ থেকে, কাপড় ও সুতো কেনার পয়সা চেয়ে নিল। কিন্তু ওরা কাপড় ও সুতো না কিনে রাজাকে ফাঁকি দিতে চাইল। রাজা তাদের একটা ঘর দিলেন, আর তারা পোষাক বানাতে শুরু করলো।

কিছু দিন পরে রাজা তার মন্ত্রীকে পাঠালেন কেমন জামা তৈরি হচ্ছে জানবার জন্য। মন্ত্রী এসে জিগ্যেস করলেন 'দেখি কত দূর এগোলো?' তারা বাতাসে হাত দেখিয়ে বললো 'এইতো।' মন্ত্রী বললেন, 'কোথায়?' তারা বললো 'শুধু বুদ্ধিমানেরা দেখতে পায়।' কিছু দেখতে না পেয়ে মন্ত্রী ভাবলেন 'তাহলে আমি কি বুদ্ধিমান নই?' মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বা! কি সুন্দর জামা তৈরি হচ্ছে।' এই কথা বলে মন্ত্রী চলে গেলেন। মাঝে অনেক দিন কেটে গেছে। অবশেষে একদিন দরজিরা রাজার কাছে গেলো। রাজা বললেন, 'কি? জামা হয়ে গেছে?' তারা জানালো 'হ্যাঁ, এখানেই আছে।' রাজা জিগ্যেস করলেন, 'কই? আমি তো দেখতে পারছি না।' তারা বললো, 'শুধু বুদ্ধিমানেরাই দেখতে পায়।' রাজা ভাবলেন, 'তাহলে আমি কি বুদ্ধিমান নই?' রাজা তার নতুন পোষাক প্রজাদের দেখানোর জন্য খুব ঘটা করে শুভক্ষণ দেখে একটা দিন ঘোষণা করলেন। সেইদিন রাজা তাঁর নতুন পোষাক পরে হাতির পিঠে চেপে বিশাল মিছিল ক'রে প্রজাদের সামনে হাজির হলেন। প্রজারা অবাক হয়ে দেখলো রাজার গায়ে কোন পোষাক নেই, কিন্তু ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারলো না। শুধু ভিড়ের মধ্যে বাবার কোলে চেপে একটি ছোট ছেলে হঠাৎ বলে উঠলো, 'এ মা? আমাদের রাজা কোনো পোষাক পরেনি!' সেই শুনে রাজা নিজের বোকামি বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন। তাঁর মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করলো। তখন মন্ত্রী এসে আসল পোষাক দিয়ে রাজার লজ্জা ঢাকলেন। রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

Pratyay Bhattacharjee
Age 5 yrs

Romir Basu

Krittika Banerji

The Mind's Landscape

Tatini Mal-Sarkar

If on cheerful, sunny days,
We still cannot forget the cloudy haze
Of prior dark and gloomy skies
Where not a bird begins to rise,
Then what has happened to us?
Why do we make such a fuss
Of what is done and finished?
For now the world is happy again,
The dreariness diminished.

When the sky is bright once more,
Why think of what it was before?
Why think of lightning-struck midnights,
When we can remember merry lights?
Why do we think of the bad we've seen,
When we can reflect on our most recent dream?
When we can think of happy things,
Of how we each are lucky kings?

Because our mind's landscape varies,
From silver skies to purple berries,
From joyfulness to despair,
We think of what our secret lair
Commands us to bear in mind,
To think of something of us behind,
Instead of reminiscing about blissful days,
And cheery, joyful, smiling rays.

GYMNASTICS

MONALI MUKHERJEE

There is something that is really fun,
It is called gymnastics.
You flip and tumble without a worry.
And if you want it too come out right, you must hurry.
Unless you are on beam.
Which is only four inches wide.
Because if you hurry you'll fall to the middle or side.
Then there is bars,
two to be exact.
You jump and twirl from the low bar to the high.
And that is a fact.
After bars there is vault.
You run across a runway,
Then hit a springboard and put your hands on the horse.
You're goal is to flip as many times as you can in the air.
Yes, I know it's quite a scare.
Finally my favorite is floor.
To pretty music you flip, tumble, and dance
It is my favorite because at floor I am at my best.
The best part of gymnastics to me is competing.
I love winning medals, ribbons, and trophies.
I know then that I have worked hard.
Monali Mukherjee.
Remember that name because one day,
In the Olympics,
I'll be a gold medal gymnast.

Durga By: Debolina Ghosh

দুর্গাপুজো

দুর্গাপুজো বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব। আমরা নতুন জামাকাপড় পরি, অঞ্জলি দিই, আর পুজো দিই। বাচ্চারা খুব মজা করে। এই পুজো তিনদিন ধ'রে হয়। গান-বাজনা হয়, নাটক হয়, আর খাওয়া-দাওয়া হয়। অনেককে খাবার রান্না করতে হয়। সবার খুব মজা হয়, আর আমারও মজা হয়। পুজো শেষ হ'লে মনটা খুব খারাপ লাগে।

পারুল ব্যানার্জী

দুর্গাপূজা বাঙালির বড় উৎসব। ক্লীভল্যান্ডে তিনদিন ধ'রে দুর্গাপূজা হয়। দুর্গা ঠাকুর সিংহের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্গা ঠাকুরের দুই মেয়ে, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। দুর্গা ঠাকুরের দুই ছেলে কার্তিক ঠাকুর এবং গণেশ ঠাকুর। দুর্গাপূজাতে আমরা নানারকম অনুষ্ঠান করি। ষষ্ঠীপুজোর দিন 'যেমন খুশী সাজো' প্রতিযোগিতা হয়। সমস্ত বাচ্চারা খুব সুন্দর সেজে নাচ, গান, কবিতা পাঠ করে। পরের দিন সকালবেলায় মন্ত্রের সাথে ঠাকুরের পায়ে ফুল দিই। অঞ্জলি দিয়ে আমরা ফল, মিষ্টি প্রসাদ খাই। তারপর ঠাকুরকে খিচুড়ি ভাজা, তরকারি, চাটনি, দই, মিষ্টি ভোগ দেওয়া হয়।দুপুরে আমরা খিচুড়ি প্রসাদ পাই। সন্ধ্যেবেলা বড়রা এবং ছোটরা সুন্দর নাচ, গান এবং নাটক পরিবেশন করে। ফাংশানের পরে প্রসাদ খেয়ে অনেক রাতে বাড়ী ফিরি। পরের দিন পূজা শেষ হয়ে যায়। এই তিনদিন ধ'রে সবাই খুব সুন্দর সেজে সবার সাথে আনন্দ করে।

হৃষিকেশ মন্ডল

দুর্গাপুজো বাঙালির সেরা উৎসব। আমরা ক্লীভল্যান্ডেও দুর্গাপুজো করি। পুজোয় সবাই নতুন জামাকাপড় পরে। তিনদিন সবাই মিলে খুব মজা করি। আমার অঞ্জলি দিতে খুব ভাল লাগে। পুজোর প্রসাদে নানারকম ফল থাকে। পুজোতে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। 'যেমন খুশী সাজো' আমার খুব প্রিয় অনুষ্ঠান। ছোটবেলায় আমি একবার পুজোর সময় কলকাতায় ছিলাম। ওখানে খুব ঘটা করে পুজো হয়। পুজোর শেষ দিনে দধিকর্মা হয় ও সিঁদুর খেলা হয়। এখানে আমি ইন্টারনেটে পুজোর ছবি দেখি। খুব ইচ্ছা করে দেশে গিয়ে পুজো দেখতে।

সৃষ্টি ঘোষ

দুর্গাপূজা বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় উৎসব। এই পূজা পাঁচদিন ধ'রে চলে। এই সময়ে কলকাতার অনেক জায়গায় মন্ডপ বানিয়ে দুর্গা ঠাকুরের পূজা করা হয়। সেখানে ঢাক বাজে, ধুনুচি জ্বালানো হয়। ঠাকুরের কাছে আলপনা দেওয়া হয়, পুরোহিত আরতি করেন, আর অনেক লোক আনন্দ করতে আসে। পূজার দিন আমরা নতুন জামা পরে, উপোস করে ঠাকুরকে অঞ্জলি দিই। দুর্গা ঠাকুর অসুরকে মেরে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন ব'লে আমরা এই উৎসব পালন করি। পূজার শেষ দিনটাকে বিজয়া দশমী বলা হয়। ঐদিন ঠাকুরকে জলে ভাসানো হয়। ঐদিন বড়দের প্রণাম করতে হয়।

দেবলীনা ঘোষ

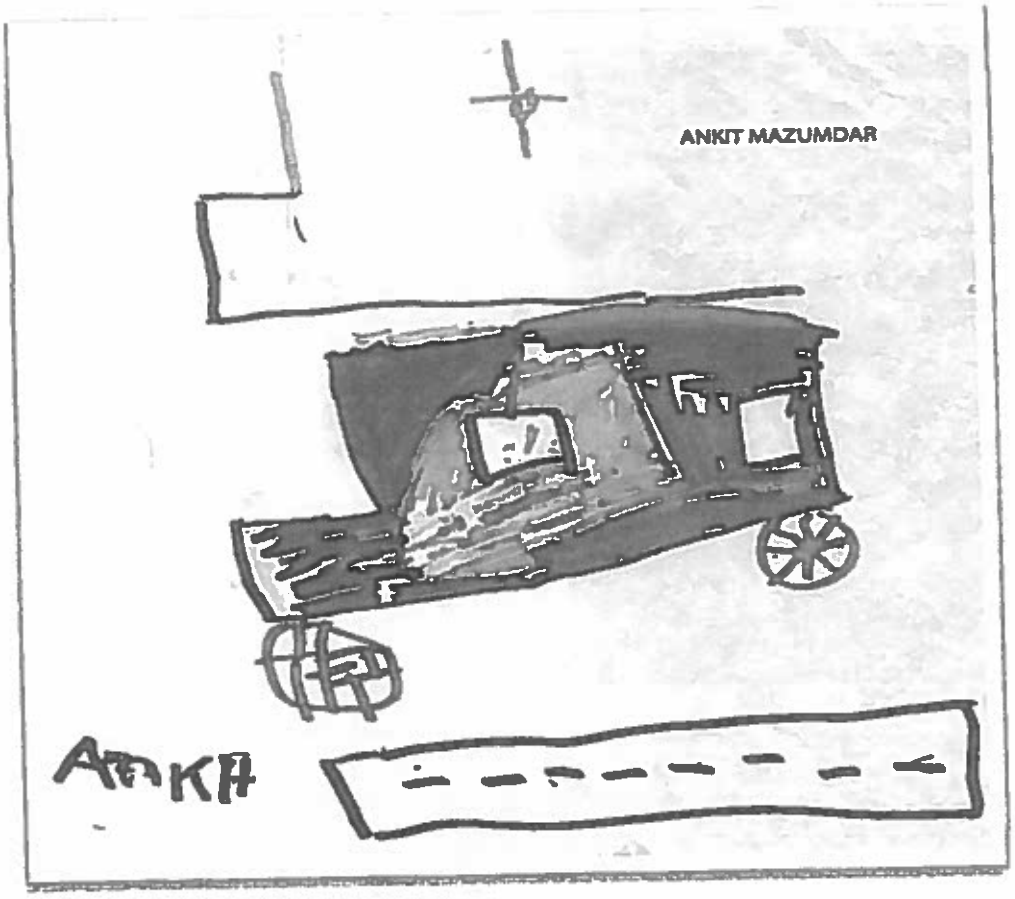

Ayan Nath (6 years)

পাপের পথে

প্রীতম মন্ডল
Kent State Univerisity

ভালোবাসি আমি ভালবাসতে
ভালোবাসি আমি মানুষকে,
ভালোবাসি আমি খুব ভালোবাসতে
শুধু ভালোবাসার-ই জন্য।

তাই, যে পথে আমি একা
সেই পুন্যের পথে আমি নেই;
যে পথ আমাকে নিয়ে যাবে
সব মানুষের খুব কাছাকাছি
আমি সেই পাপের পথেই আছি
আমি সেই পাপের পথেই
হেঁটে যেতে চাই
কারণ, আমি ভালোবাসি ভালোবাসতে
আমি ভালোবাসি মানুষকে।

পুন্যের লোভে স্বার্থপর আমি
বিচ্ছিনতা চাইনা আর সকলের থেকে-
কি লাভ মোক্ষলাভে, সকলের থেকে সরে
বহু বহু দূরে!!
পাপের ঐ রাস্তার জনস্রোতে-তে ভেসে
সেখানে যাব, যেখানে জীবন মোহনায় মেশে।
সেখানে সবার সাথে, রেখে হাত হাতে হাতে
জীবন সফল করে ওম নেব সুখে।
কারন ভালোবাসি আমি ভালোবাসতে।
ভালোবাসি আমি মানুষকে।

একটি ছড়া - 'বৃষ্টি - নেশা

প্রীতম মন্ডল
Kent State Univerisity

আজকে হঠাৎ হিমেল রাতে
বৃষ্টি অঝোর ধারে-
বন্দী আমি Eden Valley-র
একুশ তলা ঘরে।
নির্বান্ধব একলা আমি
সিগার হাতে নিয়ে
দেখছি শহর, বৃষ্টি স্নাত
জানলা খুলে দিয়ে-
টেবিল পাশে খোলা laptop
বিটোৎএনের সুর
নিউআর্কের আজ বৃষ্টি রাতে
বাংলা কত দূর!!
Atlantic পেরিয়ে এসে
এই সুদূর দেশের রাতে
শুনছি আমি বৃষ্টি নূপুর
টাপুর টুপুর ছাতে।
শুধু ব্যস্ততম শহরের
বিপুল জনস্রোতে
একলা আমি তোমাকে ছাড়া
নিঃস্ব হতে হতে,
তাই নির্ভূমে আজ নিউআর্কের
বৃষ্টি-বিলাস দেখে
চাইছি তোমায় ভীষণভাবে বৃষ্টি-নেশা মেঘে।।

জীবনে আজ

প্রীতম মন্ডল
Kent State Univerisity

আজ প্রতিটি দিনের শেষে
তীব্র যাতনা মেশে
আমার জীবনে এসে।
তবু নিঃঝুম রাতের ঘুমে
জীবন গভীর চুমে-
ভালো যে বাসতে চায়
নিবিড় ভাবে আমায়।
আসলে বোঝানা সে
নীল জীবন আজ তীব্রতম বিষে;
আসলে বোঝেনা সে
রিক্ত হয়েছি আমি খুব নিঃশেষে।

জীবনের যত সুখ গেছে নিবে
সহজ সরল প্রাণের আবেগে
সোনালী শৈশব গেছে সরে।
জীবন থেকে বহু বহু দূরে।
আজ শুধু
প্রতিটি দিনের শেষে
তীব্র যাতনা মেশে
আমার জীবনে এসে।।

ছোট্টো আমার সোনামনা

নীলাঞ্জনা মজুমদার

ছোট্টো আমার সোনামনা
উঁয়া উঁয়া করে,
চারিদিকে তাকায় আর
মিষ্টি মিষ্টি হাঁসে,
ছোটো ছোটো হাতগুলি তার
মুঠি করে রাখে,
ছোটো ছোটো পা গুলো তার
দুমদুমাদুম ছোড়ে।
ঘন কালো ছোখ দুটো তার
চন্চলতায় ভরা,
ঠোঁট দুটো তার বলতে যে চায়
সবরকমের কথা,
ঘুমটা তার অল্প ভীষন
যখন তখন ভাঁঙ্গে
ক্ষিদের সময় আওয়াজটা তার
সপ্তমে যে চড়ে।।

আমার বন্ধু কলিকাতা

নীলাঞ্জনা মজুমদার

প্রথম ভালবাসা
ভালবাসা ভালবাসা ভালবাসা-
এই আমার প্রথম ভালবাসা,
বুঝতে একটু সময় নিল বটে
তবে এই আমার প্রথম ভালবাসা।
আমার সাধের 'কলিকাতা',
আমার চেনা, স্বপ্নের 'কলিকাতা'
বড়ই আকাঙ্ক্ষিত, বড়ই আকর্ষিতা
বড়ই আপন সে আমার।
যেন এক সূত্রে গাঁথা
আমরা দুই বন্ধু,
আমার চোখে ভেসে থাকা
মনে গেঁথে থাকা
কিশোরি কলিকাতা।
কল্লোলিনি-মাধুরি-কলিকাতা,
আমার তিলোত্তমা কলিকাতা।।
তার থেকে এখন আমি অনেক দুরে-
বড় একা,
প্রতি মুহুর্তেই ভেসে যায় মনটা আমার
ধরতে যে চায় দুহাতে জরিয়ে আবার-
বড্ড বাজে বড্ড খারাপ বিচ্ছিরি সব কাদা
মিটিং মিছিল বোমাবাজি সবই কিছুই নোংড়া।।
কেউ না বাসুক ভাল তাকে,
আমার কিছু আসেনা,
আমার যে সে বন্ধু বড়
আমার 'কলিকাতা',
আমার সাধের 'কলিকাতা'
আমার বন্ধু 'কলিকাতা'।

ব্যালকনি

শ্রী প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার

তোমার কাছে বসে
দেখেছি, মেঘ আর কুয়াশার ভালোবাসা।
ভুলে গেছি অতীতকে
মাঝে মাঝে কল্পনা গুলো
জড়ো হয়, মনের আনাচে কানাচে।
কেন, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি মন।
সত্যের আপোষ করা হয়নি
শাস্তির ভয়ে।
দিন যায়, রাত আসে
দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে যায় নিজের অগোচরে।
সময় চলতে থাকে
মৃত্যুর হাত ধরে।
সবুজ গাছের মতো
তুমিও দেখে যাও,
আমি স্বপ্ন দেখি
তোমার কাছে এসে।

স্থিরীকৃত পরিণয়

শিপ্রা সাহা

নিউজার্সির এডিসন্ শহর, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন জাতির স্থায়ী বাসস্থানে ঘেরা এই নগর, আন্তর্জাতিক সভ্যতা এবং বহু কৃষ্টি ও ভাষার সমন্বয়। সকাল সাতটা থেকেই ব্যস্ততা সুরু হয়ে যায়, কেউ নিজের দোকান খুলে দিনকে স্বাগত জানায়, কেউবা নিজস্ব মোটরগাড়ী অথবা সরকারী যানবাহনের মাধ্যমে চাকুরীস্থলে ছুটে চলে, আবার কেউ কেউ দূরের শহরের অভিমুখে ধাবনরত রেলগাড়ীর যাত্রী, উদ্দেশ্য একই, জীবিকা অর্জন। এটাই দৈনন্দিন নিয়ম, সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত, সপ্তাহের পাঁচদিন এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। কেউ কারুর মুখের দিকে তাকায় না, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার কোন প্রশ্ন আসে না, এদেশী রীতি অনুযায়ী হাই হ্যালো বলারও সময় নেই। নির্দিষ্টসময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবার জন্য স্রোতের মতো গাড়ী চলেছে অথচ কোন চেঁচামেচি বা হৈ হট্টগোলের বালাই নেই। সময় অসময়ে হয়তো কোন দুর্ঘটনার জন্য এই প্রবহণেও ছেদ পরে তবে অতি অল্প সময়ের জন্য, পুলিশ ও ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের গাড়ী এসে নিমেষের মধ্যে তার সৎকার করে। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিচিত্র দৃশ্য। উচ্চ অট্টালিকার চল্লিশতলার এক ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে সরমা এই দৃশ্য দু'চোখ ভরে উপভোগ করে। প্রতিদিন সূর্যদেবতা উঁকি দেবার আগেই কোন এক অজানা আকর্ষণে দরজা খুলে এই বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। কোলকাতার সঙ্গে এই জীবণযাত্রার কোথায় যেন একটা মিল আছে, হয়তোবা পৃথিবীর যে কোন বড় শহরে এরকম ভাবেই দিনের সুরু হয়, শুধু একটু ভাষার বা কলাকৃষ্টির তফাত, কিন্তু সেটা কিছু ব্যাপার নয়, চিত্তাধারা একই, জীবণধারণের প্রণালী অনুসরণ করা। প্রতিদিনের মতো আজও সরমা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, ঝির ঝির করে বৃষ্টি পরছে, একটু স্যাঁতসেঁতে ভাব, বারান্দায় একটা তোয়ালে ঝুলছিলো, সেটাও ভিজে গেছে তবে জব্ জবে নয়, কাল রাতে সব জামাকাপড় ঘরে নেবার সময় ভিজে তোয়ালেটা বাইরেই রেখে দিয়েছিলো, ভেবেছিলো হাওয়াতে শুকিয়ে যাবে। আজ বারান্দা সূর্যরশ্মির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। মেঘলা আকাশের নীচে এডিসন শহরের এই নতুন রূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করে সরমা, কোলকাতায় এখন কটা বাজে? মনে হয়, অপরাহ্নের শেষবেলা, কি জানি। হয়তো বিকেলের জলখাবারের পর্ব সুরু হয়েছে, আবার কেউ হয়তো ছাদ অথবা বারান্দা থেকে প্রখর রৌদ্রে শুকোনো জামাকাপড় ঘরে তুলছে। এমনও হোতে পারে যে ওখানেও মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি পরছে, তবে ঝির ঝিরে বৃষ্টি নয়, ঝম্ ঝমে বৃষ্টি আর তার সঙ্গে টেলিভিশনে সঙ্গীতানুষ্ঠান চলছে, "আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে---," এখানকার বৃষ্টি দেখে মনে মনে হেসেছিলো সরমা, পনের মিনিটের আগেই সব শেষ, পুরো বারান্দাটাই ভিজলো কিনা সন্দেহ, গাছপালাতো দূরের কথা। দেশের বৃষ্টি একবার আরম্ভ হলে আর থামে না, মুষলধারে বারিধারার শেষ নেই। মনে আছে, সরমা তখন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী, বাড়ীর খুব কাছেই স্কুল, বলতে গেলে পাঁচ মিনিটের পথ। একদিন ছুটীর ঠিক দশ মিনিট আগে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টিও সুরু হয়ে গেল, সঙ্গে ছাতা ছিলো, কিন্তু এ বৃষ্টিতে ছাতাও হার মানে। বৃষ্টি একটু ধরার পর সে যখন বাড়ী ফিরেছিলো, বৃষ্টির জলে তার জামাকাপড় ও বইখাতা সব জব্ জব্ করছে, বৃষ্টি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা না করার জন্য মার উচ্চ কণ্ঠের তিরস্কারও শুনতে হয়েছে, এমনকি সর্দি, কাশি ও জ্বরে ভোগবার জন্য এক সপ্তাহ স্কুলও কামাই হয়েছিলো। সে সব বহুকাল আগের ঘটনা, এখনও চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে ওঠে। দাদা ও দিদিদের স্নেহমমতায় ভরা জীবণ, সহজে কি ভোলা যায়। বৃষ্টির ছাট এসে শরীরে পরছে, সরমার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীর স্মৃতি রোমন্থনে নিজেকে হারিয়ে ফেললো, এই আকাশ, এই দিগন্ত, ভাইবোনেরা নিত্য দেখছে, অথচ সবাইমিলে একসঙ্গে দেখা সম্ভব নয়, হয়তোবা কোনদিনই সেটা সম্ভব হবে না।

"মা, মাত্র তিন সপ্তাহ হলো তুমি এখানে এসেছো, আবহাওয়া, খাওয়াদাওয়া ও রীতিনীতি সবকিছুতেই একটা মস্তো পরিবর্তন হয়েছে, তার ওপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজলে তোমার শক্ত অসুখ করে যাবে, সেটা ভেবেছো?" হঠাত্ মা ডাকে সরমার সম্বিত্ ফিরে এল, আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ হাত মুছে ঘরে ঢুকলো। "কি রে সুবি, এতো তাড়াতাড়ি বাজার হয়ে গেল? এইতো গেলি আর এলি, বাজার কি খুব কাছে?" সরমা জামাকাপড় গুছোতে গুছোতে মেয়েকে জিজ্ঞেস করে, "খুব কাছে নয়, তবে আমি ড্রাইভ করে গেছি বলে তাড়াতাড়ি হয়েছে," জবাব দেয় সরমাকন্যা সুবীরা। চুপ করে যায় সরমা, সবেতো তিন বছর হলো সুবী এদেশে এসেছে, এরই মধ্যে বিদেশী পরিবেশে নিজেকে কেমন সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে। গাড়ীতো দেশেও ছিলো, কিন্তু চালাবার সুযোগ হয় নি, আসলে সুযোগ তাকে দেওয়া হয় নি। বাবা ও মেয়ের মধ্যে এ নিয়ে কম যুদ্ধ হয় নি, সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরা ড্রাইভ করে না, পরিবারের মান ও ইজ্জত নষ্ট হয়ে যাবে। চোখের জলেও এ সিদ্ধান্তের কোন নড়চড় হয় নি। এমনকি সুবী এসব পরিস্থিতির জন্য মাকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে, "তুমি কিছু বল না কেন? বাপীর অতিপ্রায়ে আমাদের যুগ চলে না, এখন নবযুগকে অনুসরণ করার সময় এসেছে, প্রাচীনপন্থী হয়ে কি লাভ?" সরমা বোঝে, আগের প্রজন্মের মানুষ হলেও সুবীর ব্যাথা সে ভালোকরেই বোঝে, শুধু তাই নয়, নিজের জীবণ দিয়েও অনেক কিছুই বুঝেছে, সে তো কম চেষ্টা করে নি, এম.এ. পাশ করে বাড়ীতে বসে শুধু আর্দালি, আয়া ও বাবুর্চিকে নির্দেশ দেওয়া এবং উচ্চ সমাজের পার্টি করাই জীবণের সব কিছু নয়। একবার মুম্বাইয়ের একটি বিশিষ্ট স্কুলে সরমা আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলো, জানতে পেরে স্বামী বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে বলেছিলেন, "তুমি কতো টাকা রোজগার করবে? সে টাকাতে এ বাড়ীর চায়ের জলও গরম হবে না, ভবিষ্যতে আর এরকম ছেলেমানুষি করো না"। স্ত্রীকে ওখানেই থামিয়ে দিয়েছিলেন। সরমা জানে যে মতামত দিয়ে কোন লাভ নেই, বাড়ীর কর্তা অযৌক্তিক ভাবে স্বীয় মতে

বিশ্বাসী, যেখানে অভিমত বা অনুরোধের কোন স্থান নেই। এটাই সংসারের নিয়ম, যুগযুগান্ত ধরে তাই চলে আসছে। কোন সংসারে এর প্রভাব বেশী, কোন সংসারে হয়তো কম, আবার কখনওবা এর কোন প্রভাবই নেই, সরমার সেই অভিজ্ঞতা অবশ্য হয় নি।

"কি মা, তুমি চুপ করে আছ কেন? বাজারটা একটু খুলে দেখো, সব এনেছি কি না, তোমার জামাইকে বিরিয়ানী করে খাওয়াবে বললেতো, যদি কিছু ভুলে গিয়ে থাকি তাহোলে এক দৌড়ে এনে দেব, আর আমাদের দু'জনের লাঞ্চ বাইরে থেকে নিয়ে এসেছি, স্যালাড় ও স্যাওউইচ্, দেখো কেমন লাগে, তুমিতো তিন সপ্তাহে এদেশী খাবারে বেশ অভ্যস্থ হয়ে গেছো, তোমার বেশ সহ্যশক্তি আছে, আমার অনেক সময় লেগেছে"। মনে মনে হাসে সরমা, মায়ের সহ্যশক্তি তিন সপ্তাহে অনুভব করা যায় না, অনেক সময় লাগে। "শোন মা, লাঞ্চের পর আমি বেরিয়ে যাবো, আজ থেকে আমার ক্লাশ সুরু হয়েছে, ক্লাশের পর লাইব্রেরীতে গিয়ে একটু পড়াশুনো করতে হবে, তারপর ফেরার পথে তোমার জামাইকে অফিস থকে তুলে একেবারে বাড়ী আসবো, দেরী হলে চিন্তা করো না"। লাঞ্চের পর বইখাতা গুছিয়ে সুবী বেরিয়ে গেল, সরমা বাজার তুলে জামাইয়ের জন্য বিরিয়ানী রান্নার তদারক করতে বসলো। সুবীর বর, ধীমাণ, সরমার জামাই, বলতে গেলে খুবই ভালো ছেলে, ধীর, স্থির ও নম্রস্বভাবের, সবচেয়ে বড় কথা সে নতুন যুগের আবহাওয়া ও পারিপার্শিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলে, কমপিউটার সাইন্সের ছাত্র, এদেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী করে এখানকার একটী বিশিষ্ট আমেরিকান্ কোম্পানীতে ভালো চাকরী করে। এখানে এসে জামাই ও মেয়েকে দেখে সরমা মনে শান্তি পায়, মেয়ের মানসিক অশান্তিতে মায়ের দুর্ভাবনার অন্ত ছিলো না, এখনও মনে হয় সেদিনের ঘটনা, দেখতে দেখতে তিন বছর পার হয়ে গেল।

ছোটবেলা থেকেই সুবীরা পড়াশুনোয় ভালো ছাত্রী, স্কুলের দিদিমণিরা সর্ব্বদাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। "আপনার মেয়ে অসাধারণ মেধাবী, ত্যানার্জ্জনে তার খুবই আগ্রহ, একদিন নিশ্চয়ই স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে"। করেছিলো, শুধু স্কুলের নয়, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধব, সকলেরই গর্ব্বে বুক ভরে গিয়েছিলো। যেদিন দু'হাত ভরে পুরস্কার ও বৃত্তি নিয়ে সুবীরা বাড়ী এসেছিলো, সেদিন সরমার দু'গাল বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমেছিলো, মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনাও জানিয়েছিলো-সুবীরার উচ্চাশাতে যেন কোন বাধা না পরে, মায়ের ভাগ্যের পরিহাসের ছোঁয়া থেকে সে যেন বঞ্চিত হয়। বিজ্ঞানের ছাত্রী হয়ে সুবীরা কলেজে প্রবেশ করার পর সরমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলো। কলেজ জীবন মোটামুটী সহজভাবেই কেটেছে, শুধু সুরুতে স্বামীর একটু আপত্তি ছিলো, মেয়েদের বিজ্ঞানের পথে যাওয়ার কি দরকার, উপার্জ্জন করে সংসারতো চালাতে হবে না। বাবা ও মেয়ের এই মতভেদ থাকা সত্বেও সুবী একদিন কলেজ জীবনও শেষ করলো। মনে আছে ফাইনাল পরীক্ষার শেষ দিনে গাড়ীতে বসে মা ও মেয়ে অনেক গল্প করেছিলো, মেয়ে বক্তা আর মা শ্রোতা, মেয়ে জানিয়েছিলো তার উচ্চাকাঙ্খার কথা, ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা – সরমার শুনতে ভালো লেগেছিলো, ভয়ও পেয়েছিলো, যে বাড়ীর কন্যা হয়ে সুবী জন্মেছে, সে বাড়ীতে কল্পনার চিত্রকে বাস্তবে পরিণত করা খুবই শক্ত ব্যাপার। সরমা বোঝেনি সে কঠিন বাস্তব সেদিন বাড়ীতেই অপেক্ষা করছে।

সিড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা পেরিয়ে মা ও মেয়ে ড্রইংরুমে এসে দাঁড়ালো, যেখানে সুবীরার বাবা, সরমার স্বামী, মুম্বাইয়ের বিখ্যাত শিল্পপতি জনার্দন রায়, স্ত্রী ও কন্যার জন্য অপেক্ষা করছেন্। সরমা ব্যস্ত হয়ে উঠলো, "কি হয়েছে, এতো তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরেছো, শরীর খারাপ হয় নি তো? ওরা তোমাকে চা জলখাবার দিয়েছে? বাড়ীতে ঠাকুর, চাকর ও ঝিয়ের অভাব নেই অথচ কাজের সময় কারুর টিকিটী দেখা যায় না"। উঠে দাঁড়ালেন জনার্দন রায়, "আমি চা জলখাবার খেয়েছি", মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কাল সন্ধ্যেবেলা তোমাকে দেখতে আসবে, বাড়ীতে থেকো", স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সেভাবেই তৈরী থেকো, আমি এখন বেরুচ্ছি, ফিরতে রাত হবে", কথা শেষ করে জনার্দ্দন রায় বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপচাপ, হঠাত্ সুবীর চীৎকারে সরমার সম্বিত্ ফিরে এল, "তোমরা কি ভেবেছো, আমি কি খেলার পুতুল যে আমাকে নিয়ে যেমন খুশী খেলবে, এসব আমি একেবারেই সহ্য করবো না, বাপীকে বলো এ একেবারেই সম্ভব নয়"। ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুবী, সরমা বাকশক্তি রহিত হয়ে পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। পিতা ও পুত্রীর এই মতভেদের কোন মীমাংসা নেই। যে সিদ্ধান্ত পিতার কাছে অতি সহজ, পুত্রীর কাছে খুবই বেদনাদায়ক, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সরমা মানসিক যন্ত্রনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, নিজেকে বেশ অসহায় মনে হয়। সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত মেয়ের ঘরের সামনে ধন্না দিয়ে পরেছিলো, বন্ধ দরজায় করাঘাত করে অনেক মিনতিও জানিয়েছিলো, "দরজা খোল্ সুবী, এভাবে চললে পরিণতি কি হবে ভেবে দেখেছিস্? ভবিতব্যকে মেনে নেওয়াইতো বুদ্ধিমানের কাজ"। কোন ফল হয়নি, সেদিন সারারাত্রি দু'চোখের পাতা এক হয়নি, কখন যে একটু তন্দ্রার মতো এসেছিলো সরমা তা জানে না, জনার্দ্ন রায় কতো রাত্রে বাড়ী ফিরে আবার ভোর রাত্রে বেরিয়ে গেছেন সরমা তাও জানে না। হঠাত্ বাবুর্চির ডাকে সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। সূর্যের আলোয় ঝলমল করা আর একটি দিনের সুরু হ'ল, স্কুলের ছেলেমেয়েরা কলরব করতে করতে তাদের গন্তব্যস্থলে চলেছে, একমাত্র জনার্দ্দন রায়ের প্রাসাদে বিষণ্ণের ছায়া নেমে এসেছে, দু'টী প্রাণীর হৃদয় কোন এক অজানা আশঙ্কায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মনকে শক্ত করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সরমা, বাবুর্চিকে সেদিনের বিশিষ্ট রান্নার নির্দ্দেশ দিয়ে নীচে নেমে আয়ার কাছে শুনলো যে ছোট মেমসাহেব প্রাতরাশ সেরে নিজের ঘরে আছে, যথারীতি দরজা বন্ধ। সুবীর আয়া, যাকে সরমা মাতৃতুল্য মনে করে, সুবীকে যে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বললো, "ঘাবরাও মাত্ বেটী, সব্ বিলকুল ঠিক্ হো য্যায়গা"। যেদিন বেবী সুবীকে দেখাশুনো করার জন্য জনার্দ্দন রায় তাকে এ বাড়ীতে নিয়ে

এসেছিলেন, সেদিন সরমা তাকে সুলজর ও মিষ্টিভাষা দিয়ে আওভান জানাতে পারে নি। এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তার অনেক বচসা হয়েছে, স্বামীর মতে আয়ার কাছে ছেলেমেয়ে মানুষ করা সমাজের কাছে স্ট্যাটাসের ব্যাপার, এ বিশাল অট্টালিকায় নিঃসঙ্গ একটী নারীর নতুন মাতৃত্বের আস্বাদ বোঝা, রায় বাড়ীর নিয়ম কানুনের বাইরে, কিন্তু আয়া লছমী প্রথম থেকেই তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে, মেয়ে সরমার এবং চিরদিনই থাকবে। সেই থেকে লছমী মা ও মেয়ের সুসময় ও অসময়ের সাথী, জটিল সমস্যার সমাধানকারী। সরমার দু'চোখ জলে ভরে আসে।

সময় কারুর জন্য বসে থাকে না, অন্যদিনের মতো সেদিনও বিকেল পাঁচটা বাজলো, যথারীতি পাত্রপক্ষ এলেন এবং বাড়ীর ছোটমেমসাহেবও তাদের সামনে এসে বসলো, সারাদিনে দরজাও খোলে নি, শুধু খাবার সময় ছাড়া, কারুকে কোন প্রশ্ন করে নি, কারুর কোন প্রশ্নের জবাবও দেয় নি, বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নীচু করে পাত্রপক্ষের প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, শুধু কন্যার প্রশংসায় উচ্ছসিত বাপীর বিজ্ঞাপনের ভাষণ শুনে একবার মুখ তুলে তাকিয়েছিলো, শিল্পপতি জনার্দন রায় অভিজ্ঞ লোক, এ ধরনের ভাষণে কোন ত্রুটি রাখেন না। আর সরমা? সে কি ভেবেছিলো? সুধীর কুড়ি বছরের জীবনের প্রতি মুহূর্তের সাক্ষী সেদিন ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলো, জীবনে যে সাফল্যের উচ্চশিখরে উঠেছে, প্রাচুর্যের গদিতে বসেছে, মেয়েকে সে কতটুকু চিনেছে? মেয়েকে জানবার তার সময় কোথায়? এসব কথা অবান্তর। সরমা ভদ্রতার হাসি দিয়ে পাত্রপক্ষকে আদর আপ্যায়ন করেছিলো, এটাই এ বাড়ীর বড় মেমসাহেবের কাজ, সবই পরিমিত।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত, পুরোপুরি বোঝবার অবকাশ ছিলো না। পাত্রপক্ষের সম্মতি, বিবাহের তারিখ ধার্য করা ইত্যাদি চোখের নিমেষে ঘটে গেল। তারপর একদিন ফাল্গুন মাসের গোধূলীলগ্নে রায়বাড়ীর একমাত্র সন্তান সুধীরা চন্দনচর্চিত মুখে বাড়ীর কর্তার স্বীকৃত পত্র ধীমান চৌধুরীর সঙ্গে কণ্ঠীবদল করে নিউজার্সির পথে রওনা দিল। একবার জোড়েও বাড়ীতে আসতে পারে নি, পাত্রের ছুটীর মেয়াদ খুব কম ছিলো। সেই এয়ারপোর্টেই জলভরা চোখে মেয়ে ও জামাইকে বিদায় জানিয়েছিলো, কথা বলবার সুযোগ হয় নি। বিখ্যাত শিল্পপতি জনার্দন রায়ের কণ্যার বিবাহ মুম্বাই শহরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আলোর মালায় সুসজ্জিত অট্টলিকা, ব্যাণ্ডপার্টি, সঙ্গীতানুষ্ঠান, অপরিমিত আহারের বন্দোবস্তো ও আদর আপ্যায়ন সব কিছুতেই মুম্বাইকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে। মুম্বাই শহরের তথাকথিত উচ্চ সমাজে জনার্দন রায়ের আবার নতুন করে জয় জয়কার।

সংসারের চাকা কি ভাবে ঘোরে তা কেউ জানে না। বিবাহের কয়েকদিন আগে সরমা স্বামীকে জিজ্ঞেস করে পাত্রের নাম, ধাম, পরিবার ও জীবিকার কথা জেনেছিলো, খুবই সংক্ষিপ্ত জবাব, মতামত দেওয়ার প্রশ্ন আসে না, শুধু মেয়ে সুখে থাকবে, উচ্চাশা পূরণ করার সুযোগ পাবে, এ টুকু জেনে মনে শান্তি পেতে চেয়েছিলো। শান্তির আশ্বাস অবশ্য সরমা পেয়েছিলো, অনেক পরে, প্রায় দু'তিন মাস বাদে নিউজার্সি থেকে সুধীরার লেখা সরমার নামে একটি চিঠি এসেছিলো। সে চিঠি আজও সরমা যত্ন করে রেখে দিয়েছে, চিঠির প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন এখনও মনে আছে, মাকে দেওয়া মেয়ের আশ্বাসবাণী, জি.আর.ই. পরীক্ষার প্রস্তুতি, গ্র্যাজুয়েট স্কুলে যাওয়ার পরিকল্পনা, এ ব্যাপারে ধীমানের উৎসাহ ও সহযোগিতা, সবকিছুই জানিয়েছে, এক কথায় নিউজার্সিতে গিয়ে তার মেয়ে সহজ ও সরল জীবন খুঁজে পেয়েছে। মেয়ের সুখে মায়েরও সুখ, আর জনার্দন রায়? তিনি কন্যাকে সুপাত্রের হাতে গোত্রান্তরিত করেছেন, সুষ্ঠুভাবে পিতার কর্তব্য পালন করেছেন, সেটাই প্রথম ও প্রধাণ ব্যাপার। এর পরের কথা ভেবে জনার্দন রায় সময় নষ্ট করেন না। শুধু বড় মেমসাহেব ও বাড়ীর কর্মচারীদের কাছে এক জনের অভাববোধ খুবই নজরে পরে। আয়া লছমী আড়ালে চোখের জল মোছে, বিদেশের চিঠি এলে সবাই সরমার কাছে ছুটে আসে, ছোট মেমসাহেবের কথা জানতে চায়, উদগ্রীব হয়ে সরমার কাছ থেকে সব খবর শোনে, তারপর যার যার কাজে চলে যায়। এরকম করেই দিন চলে, কি করে যে বছর পার হয়ে গেল তা সরমা নিজেই জানে না। সংসার বড় শক্ত জায়গা, কখনও আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়, কখনও দুঃখের ছায়া নামে, কখনওবা টিমে তেতালায় চলে। একদিন দুপুরে সরমা শুয়ে শুয়ে মাগাজিন পড়ছিলো, অনেক ভোরে স্বামী বেরিয়ে গেছেন, দুপুরের আহারাদি বাইরেই সেরে নেন। হঠাত্ টেলিফোনে খবর এল জনার্দন রায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে গেছেন। সব কিছু ফেলে দৌড়ে গিয়েও সরমা শেষ রক্ষা করতে পারে নি, যাওয়ার আগেই সব শেষ। পাথরের মূর্তির মতো শক্ত হাতে দরজা ধরে নিজেকে সামাল দিয়েছিলো। কারুর কোন কথাই কানে যায় নি। অবশেষে এই অবস্থারও অবসান হ'ল। জনার্দন রায়ের শুভাকাঙ্খীর অভাব ছিলো না। ব্যবসায়ের অংশীদারেরা, কর্মচারী ও বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় সৎকারক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধপ্রাপ্তি বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। একমাত্র সন্তান, সুধীরার পক্ষে আসা সম্ভব হয় নি, ফোনে জানিয়েছিলো যে তার নতুন সেমিস্টার সুরু হয়েছে, সামনে পরীক্ষা আরম্ভ হবে। সরমাও মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলো, "লেখাপড়ার ক্ষতি করে এসো না, সকলের সাহচর্যে আমি চালিয়ে নিতে পারবো, চিন্তা করো না"। হঠাত্ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সরমা চমকে উঠলো, চারটে বাজে, জামাই ও মেয়ে আসার সময় হ'ল, অথচ রান্নার কোন প্রস্তুতি হয় নি, পুরোণো স্মৃতিচারণে এতো বিভোর হয়েছিলো যে সময়ের হদিস্ করতে পারে নি। সব কিছু ভুলে রেফ্রিজারেটার থেকে জিনিষপত্র বার করে সরমা বিরিয়ানী রান্নায় মনোযোগ দিলো।

রাত্রের আহার সেরে সরমা আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, অনেকক্ষন আগেই বৃষ্টি ঝরে গেছে। ঘরের ভেতর থেকে মেয়ে ও জামাইয়ের হালকা হাসিঠাট্টার কথা ভেসে আসছে, ওরা দু'জনে একসঙ্গে কাজ করে, একজন বাসন মাজে আর একজন পুঁছে

জায়গামতো রাখে, সারাদিনের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করে, এমন কি দু'জনে পরামর্শকরে কাজের সিদ্ধান্তও নেয়। সরমা আনন্দে পুলকিত হয়ে তারা ঝলমলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। এটা কি শুধুই সুবীর সৌভাগ্য? না কি লক্ষ্মী তাকে সামনে এগিয়ে যাবার উৎসাহ দিয়ে নতুন বাণী শুনিয়েছে যা মা হয়ে সরমা করতে পারে নি, হয়তো সুবী নিজের মায়ের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলো, মায়ের ক্ষমতা সীমিত, আত্মবিসর্জন ছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না। এখানে আসার পর নিভৃতে সুবীকে সে কথা জিজ্ঞেসও করতে চেয়েছে, কিন্তু সাহস হয় নি, মেয়ে ও জামাইয়ের সহজ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দেখে আত্মদমন করেছে। অতীতকে টেনে আনার কি দরকার? দু'জনে ভালো আছে এবং ভালো থাকুক, এটাই কাম্য।

ধীরে ধীরে নিউজার্সির জীবনও সহজ হয়ে এল। সরমাও সারাদিনের রুটীনে অভ্যস্থ হয়ে গেল। এই বয়সে বিদেশে আসার তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিলো না। স্বামী গত হবার পর একেবারেই দিশেহারা হয়ে পরেছিলো। এতোবড়ো ব্যবসা, বাড়ী ও সম্পত্তি দেখাশুনো করা সরমার বোধগম্যের বাইরে, সাহায্যের অভাব ছিলো না, ব্যবসায়ের প্রধান অংশীদার বাঙ্গালী, ভরসা দিয়েছিলেন, "ভাববেন না বৌদি, আমরা আপনার পেছনে আছি, সব ঠিক হয়ে যাবে"। এমন কি জনার্দন রায়ের আইনজ্ঞ ব্যক্তি, মিঃ তালুকদারও আশ্বাস দিয়েছেন, দরকারী কাগজপত্র নিয়ে আলোচনাও করেছেন, আর বাড়ীর কর্মচারীদল? ভাবলে সরমার চোখে জল আসে, বড় মেমসাহেব তাদের কাছে দেবীতুল্য, হাসিমুখে তার কাজ করতে প্রস্তুত। বাড়ীর বাবুর্চি পুরোণো লোক, বয়স হয়েছে, সরমাকে স্নেহভরে জানিয়েছে যে ছোট মেমসাহেবের এখন মাকে প্রয়োজন, অতএব সরমার অবশ্যই ওখানে যাওয়া দরকার, বাড়ীর কাজ ঠিক মতোই চলবে। সুবীর চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ আলাদা, সে মাকে এখানে মুক্ত আকাশে নিয়ে আসতে চায়। ফোনে বলেছিলো, "মা তুমি নিজেকে বয়স্কা ভাবো কেন? আটচল্লিশ বছর এ দেশের রীতি অনুযায়ী সবে কলির সন্ধ্যে, এই বয়সে এরা জীবনকে আবার নতুন করে সুরু করে। তুমি তো ক্যালকাটা ইউনিভারসিটিতে স্পেশাল এডুকেশনে এম. এ. করেছিলে, আমি জানি ইচ্ছে থাকলেও তোমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় নি, এখানে তোমার লাইনের অনেক চাহিদা, ইচ্ছে করলে তুমি পি.এইচ.ডিও করতে পার, দরকার হোলে বাপীর ব্যবসা বিক্রি করে ওখানকার পাট একেবারেই চুকিয়ে দিয়ে এখানে চলে এসো। তাছাড়া আমি তো এখানকার স্থায়ী অভিবাসী, ভাবছি তোমার জন্যও সেই আবেদনপত্র পাঠাবো"। রাজী হয় নি সরমা, মেয়েকে থামিয়ে দিয়েছিলো, এই মুহূর্তে কোলকাতা ও মুম্বাইয়ের অভ্যস্থ জীবন সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে বিদেশে গিয়ে বসবাস করার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়। অতএব ভিসিটর ভিসা নিয়ে মেয়েকে দেখতে এসেছে।

"ও মা, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও, তোমার মনে আছে তো আজ আমার বান্ধবী সুতপার বাড়ীতে ডিনারে নেমন্তন্ন আছে। সুতপা অনেক দূরে থাকে, ওর বাড়ীতে যেতে প্রায় এক ঘন্টা লাগবে"। না, সরমা ভুলে যায় নি। এখানে এসে সুবীর অনেক বন্ধুবান্ধব হয়েছে, কেউ কেউ ওর সঙ্গে ইউনিভারসিটিতে পড়তে যায়, কেউ কেউ সংসারধর্ম পালন করে, আবার কেউ বা চাকুরী জীবনে আবদ্ধ, সুতপা তাদেরই মধ্যে একজন। আমেরিকার গ্রামাঞ্চল দিয়ে গাড়ী বিদ্যুত গতিতে সুতপার বাড়ীর দিকে ছুটে চলেছে। চমৎকার আবহাওয়া, নীল আকাশে ছোট ছোট সাদা মেঘের ভেলা ভেসে চলেছে, সূর্য্যাস্তের সোনালী আভায় আলোকিত দিগন্তের রেখা দেখা যাচ্ছে। মনে হয় শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা প্রকৃতির এক বিচিত্র রূপের চিত্র। সরমা মনে মনে গুন্ গুনিয়ে উঠলো, "আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া, বাতাসে আজ কোন্ পরশের লাগে হাওয়া"। গ্রীষ্মের শেষে শরত্ একটু একটু করে উঁকি মারছে। সুবীর মুখে শুনেছে এ দেশে চারটে ঋতু- গ্রীষ্ম, শরত্, শীত ও বসন্ত। এই শরৎকালেই গাছের পাতায় বিচিত্র রঙের বাহার দেখা যায়। এদেশে এটাকে 'ফল কালার' বলে, "জান মা, অনেক সময় একই গাছের পাতায় বহু রঙের সমন্বয় দেখা যায়"। চারিদিকে সবুজ মাঠ, ভুট্টার ক্ষেত ও সারি সারি গাছের মেলা, পেছনে বসে সরমা মনোযোগ দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে। শহরে থেকে প্রকৃতির এ রূপ দেখা যায় না।

"আসুন মাসীমা", সুতপা স্বাগত জানায়, "অনেক দূরের পথ, আসতে অসুবিধে হয় নি তো? আয় সুবীরা, তুইতো সবাইকে চিনিস্, তুই মাসীমার সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দে", বলেই সুতপা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। সবাইকে প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে সুবীরা হঠাত্ থমকে দাঁড়ালো, "আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না, এখানে নতুন এসেছেন?" "হ্যাঁ, গত সপ্তাহে কোলকাতা থেকে এসেছি, আমি সুতপার কাকা, সুবিনয় সরকার, নমস্কার"। চমকে উঠলো সরমা, হঠাত্ এতো বছর বাদে আমেরিকাতে এসে এই নাম শুনবে আশা করতে পারে নি। একবার আড়চোখে দেখার চেষ্টা করলো, এতো
ভীড়ে ঠিক বুঝতে পারলো না। অবশেষে সুবীরা সুবিনয় সরকারকে তার মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। কোন ভুল হয় নি, সেই ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা, শুধু একটু বয়সের ছাপ পরেছে, হাত জোড় করে সরমা অভিবাদন জানালো। উনি কি সরমাকে চিনেছেন? মুখের ভাবে মনে হয় না। কি করেইবা চিনবেন! মাত্র কুড়ি মিনিটের দেখায় কেউ কি মনে রাখতে পারে? তবে সরমা কি করে মনে রেখেছে? সে অনেক কাল আগের কথা। সেদিন ডিনারের পরে সুতপার ওখান থেকে বাড়ী ফিরতে অনেক

রাত হয়েছিলো। পথে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে কোন কথা হয় নি। গাড়ীর পেছনের সিটে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে স্মৃতির দুয়ারে লুটিয়ে পরেছিলো।

জীবনের পঁচিশটা বছর যে কি করে কেটেছে তা সরমা নিজেও জানে না। ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির এম.এ. ক্লাশের ছাত্রী, বন্ধুবান্ধবে ভরা হাসিখুশী জীবন, তাছাড়া বাবা, মা, দাদা ও বৌদি এবং দুই দিদির আদরে আহ্লাদে জীবন পরিপূর্ণ। দুই দিদির বিয়ের পরে বাবা সর্বকনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের বন্দোবস্তো করার জন্য উঠেপরে লাগলেন। অতএব বাড়ীতে দিবারাত্রই ঘটকের আসা যাওয়া চলছে। ঠিক এমনি সময়ে সরমার বাবার কাছে একটি সুপাত্রের খবর এল। পাত্র উচ্চশিক্ষিত, ডাক্তার, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে, ভালো চাকরী করে এবং দেখতেও সুপুরুষ। পাত্রীও অবশ্য কম যায় না, এডুকেশনে এম.এ. ফাইনাল দেবে, গৌরবর্ণা, নম্রস্বভবা ও গৃহকর্মে নিপুণা, আরও অনেক বিশেষণের উল্লেখ করা যায়, তবে সেটা এখন অবান্তর। পাত্রী দেখার দিন ধার্য হবার পর বাড়ীতে সোরগোল পরে গেল। সর্বকনিষ্ঠা সন্তানের বিবাহের আয়োজন হচ্ছে, চাট্টিখানি কথা নয়। বাড়ী ঘরদোর সাজানো হ'ল, পাত্রী সাজানোর জন্য শাড়ী ও গহনা বেরোলো। পছন্দ করতেও সময় লাগে। "ওর যা ফর্সা রং, সুন্দর মুখশ্রী, ওকে সব কিছুই মানাবে", বৌদি মন্তব্য করলেন। যথারীতি নির্ধারিত দিন এল, গুরুজনদের বন্দোবস্তো করা সুপাত্র, সুবিনয় সরকার, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনসহ সরমাকে দেখতে এলেন। সরমা যে প্রজন্মের মেয়ে, পাত্রপাত্রী দেখার আয়োজন তার কাছে কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। দুই দিদি ও দাদার এরকম করেই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে, সেটা সরমা জানে। তাই নিজেকে সব সময়ই সংযত করেছে। কলেজ ও ইউনিভারসিটিতে প্রলোভনের সুযোগ এসেছিলো, কিন্তু আমল দেয় নি। দাদা ও দিদিদের পথ অনুসরণ করাই ভালো, জীবনে জটিলতার সৃষ্টি করে কি লাভ? মাথা নীচু করে, নম্রসুরে পাত্রপক্ষের সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছিলো। একবার পাত্রকে এক পলক দেখেও নিয়েছিলো। হ্যাঁ, এ সেই ব্যক্তি, যার জন্য সরমা এতোদিন অপেক্ষা করে আছে, যিনি সরমাকে নিজের জীবনে গ্রহণ করার জন্য এসেছেন। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সরমা নিজের জীবনকে কল্পনার রাজ্যে নিয়ে গেল, কখন যে পাত্রপক্ষ বাড়ী থেকে বিদায় নিয়েছেন, তা ঠিক মনে করতে পারে না। এরপর এল অপেক্ষার পালা আর সরমার ভবিষ্যত্ জীবনের কল্পনার প্রতিচ্ছবি। সরমা ভুলে গিয়েছিলো যে স্থীরিকৃত বিবাহে কল্পনার কোন স্থান নেই। অবশেষে অপেক্ষার অবসান হ'ল, ও বাড়ী থেকে কোন খবর আসে নি, বাড়ীর কর্ত্তা ঘটকের মারফত্ জানতে পেরেছিলেন যে সুবিনয় সরকারের বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেছে, পাত্রী এক সম্পদশালী পরিবারের একমাত্র সন্তান ও সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী। সরমার মা বলেছিলেন, "একবার অন্ততঃ টাকার অঙ্কটা জানালে কি ক্ষতি হতো"? থামিয়ে দিয়েছিলেন বাড়ীর কর্ত্তা, "টাকা দিয়ে মেয়ে বিক্রি করবো না, শিক্ষিতা মেয়ে, দরকার হোলে চাকুরী করে খাবে"। নিশ্চয়ই, পণ্যদ্রব্যের মতো বসতে আপত্তি নেই, শুধু বিক্রি করতে আপত্তি আছে। বেশ কিছুদিন ধরে বাড়ীতে সমালোচনা চলেছিলো, "আমাদের মেয়ে কি ফেলনা? আরও কতো ভালো পাত্র আসবে"। কেউ সেদিন খবরও রাখে নি একটি যুবতী কন্যার স্বপ্নের সাধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। রূপে যাওবা উতরে গেল, রূপোতে সরমা উতরোতে পারলো না। হঠাত্ মেয়ের কথায় সরমা উঠে বসলো। "মা, আমরা বাড়ী এসে গেছি, তুমি কি ঘুমোচ্ছ? শরীর ঠিক আছে তো"?

সময় চলে যায়, নিউজার্সির জীবনেও ভাটা এল, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। "মা, এখানে খুব বড় করে দূর্গাপূজো হয়, পূজোটা কাটিয়ে যাও, আমি ভিসা বাড়নোর জন্য আবেদনপত্র পাঠাতে পারি"। সরমা রাজী হয় নি, মুম্বাইয়ের সংসার অগোছালো রেখে এসেছে, পূজোর সময় তার ওখানে যাওয়ার খুবই দরকার। বাড়ীর কর্মচারীদল তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, বড় মেমসাহেব ছাড়া সংসার চলবে কি করে? এরই মধ্যে একদিন সুবী খবর নিয়ে এল, সরমা তখন দেশে ফিরে যাবার গোছগাছ করছে, "জানো মা, আজ সুতপা ফোন করেছিলো, ওর কাকার সঙ্গে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা পূরবী মাসীর আলাপ হয়েছে। পূরবী মাসীর সঙ্গে তোমার আলাপ করার সুযোগ হয় নি। ওনার স্বামী দু'বছর আগে মারা গেছেন, একটি মেয়ে, বিয়ে হয়ে গেছে, স্বামীর সঙ্গে ডালাসএ বসবাস করে। সুবিনয় সরকার আজকাল মাঝে মাঝেই পূরবী মাসীর বাড়ীতে যাতায়াত করছেন, পূরবী মাসীও দিনে অন্ততঃ একবার দু'বার ফোন করে খোঁজখবর নেন। মাঝে মাঝে দু'জনে বেড়াতেও যান। এখানকার ভাষায় যাকে বলে 'ডেট্' করা, বেশ মজার ব্যাপার, তাই না"? সরমা চুপ করে থাকে, গোছানো আমাকাপড় আবার গোছাতে সুরু করে। এ পরিস্থিতির আভাস সরমা আগেই টের পেয়েছিলো। সুতপার বাড়ীতে সরমার সঙ্গে সুবিনয় সরকারের স্বাভাবিক কথোপকথনের সুযোগ হয়েছিলো। নিজের জীবনের অনেক কথাই সেদিন বলেছিলেন, স্ত্রী গতা হয়েছেন, ছেলেমেয়েরা যার যার জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত। আরও বলেছিলেন যে আমেরিকা ওনার খুব প্রিয় জায়গা। এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার খুবই আকাঙ্খা ছিলো, সুযোগও এসেছিলো, কিন্তু কর্ত্তব্যের চাপে আসা সম্ভব হয় নি। সরমার কথাও জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখানকার জীবনযাত্রা কেমন লাগে, কতোদিনের ভিসা নিয়ে এখানে এসেছেন ইত্যাদি, এসব কথা সুবীকে বলা যায় না। সরমার মনে কি সেদিন আবার পুরোনো রং ধরেছিলো? আবার স্বপ্ন দেখেছিলো? না কি সরমা বুঝতে পেরেছিলো- পঁচিশ বছর আগে যে বাধা ছিলো, সে বাধা এখনও আছে, তবে রূপোর বাধা নয়, এবার স্থায়ী ভিসার বাধা- এ বাধা দূর করার ক্ষমতা সরমার নেই, ইচ্ছে আছে কি? সেটা সরমা জানে না, একমাত্র ভগবানই বলতে পারেন।

Megha

Joydeep Dey

The ocean breeze gently lifted the coarse strands of her hair, spun them in a liberating motion, and tenderly returned each to its place. Less frequent and shallow the tides grew calm and distant echoes of foghorns subsided to a faint whisper. Another night approached.

Megha[i] became accustomed to the patterns of the sea. Her earliest memories were of the sea living in the Mumbai harbor. Most days were spent hunting for treasures hidden in the sand and rocks lining the harbor. Megha stood by her belief that she herself was a treasure. One day an adventurous seeker would find her, just like she found had on her first day in the harbor. A warm sunny day, Megha was first brought to the harbor by her mother as a young girl. A day she would never forget.

* * *

Unusually stifling for a Mumbai afternoon, a day that eagerly awaited relief brought by the heavy monsoon rains. The scorching sun burned its warmth onto every part of their bodies, with no sign of reprieve. As grueling and unbearable as the heat was, Megha later dreamt about such warmth on frigid winter nights sleeping under the Thane Creek Bridge.

Squeezing through the unyielding crowds her mother's rough callous hand gripped tightly around Megha's thin wrist, loosening ever so slightly on the desolate stretches of alleyway. Wondering where her mother led her, Megha knew not to ask. Too many questions frustrated her. Obediently following her mother through the bazaars and side streets to eventually reach the vast open Mumbai harbor. For a moment they paused, taking in the view of the liberating ocean. Megha saw the broad horizon in its entirety for the first time. Immediately she emulated her mother and inhaled deeply. The combination of salty air and polluted factory emissions were a refreshing change from the dust and soot of typical Mumbai streets.

She stood still while her mother adjusted the green and white frock Megha wore. Megha's mother tried her best to make it look presentable considering the frock had long lost its luster. Her mother's arm stretched out from beneath the drape of her sari, exposing the rough irritated marks trailing the inside her arm. The backs of her mother's long slender fingers traced the outline of Megha's cheeks ending at her chin, trembling as she caressed her daughter's face. A deep stare into Megha's brown eyes seemed undisturbed by the flood of tears streaming down her pale concave cheeks. Unknowingly, Megha stared back at her mother witness to the intense love. Each tear grew thin as it transcended her visage, eventually evaporating under the extreme heat of the Mumbai sun. The signs of sadness disappeared as quickly as they appeared.

Megha and her mother waited on a bench facing the harbor for hours. They sat studying the repetitive nature of the ocean waves in silence. Like dark clouds before a storm, the waves entered with aggression, but left with submission. Her mother warned Megha of the deceivingly peaceful water. The current was strong enough to carry her away forever, and never let go.

A short dark man dressed in a rainbow plaid lungi[ii] and blue-checkered shirt approached Megha and her mother. She never saw this man before, but he nodded to her mother as if they already met. At the first sight of Megha his grin stretched from ear to ear, bearing the gaps in his gum line spaced by rotting yellow teeth. Brittle yellow fingernails jammed with dirt stretched out and caressed Megha's head, from the center of her part to her left ear. His name was Shekhar. Sitting next to her mother on the bench, Shekhar asked Megha to play in the sand, while they spoke.

Megha walked along the shore examining the debris that collected in the sand. Each wave that crashed onto the shore brought in something new, and took away something old. Remembering what her mother said, she stayed far from the waves as they crept up the shore. From a distance a small shiny object caught Megha's attention. The wave seeped up the sand threatening to wash the beautiful treasure away. Megha's pace quickened to satisfy her curiosity, and save the object from being swallowed up. On her knees in front the treasure, Megha brushed away the sand that began to consume it. Her hopes of treasure were fulfilled with the discovery of a beautiful silver hairclip shaped like a butterfly. Megha was ecstatic. She never held something so beautiful. The silver clip caught the bright rays of sun and brilliantly reflected them back at Megha. She halfheartedly searched for the owner. Finding no one, she began fumbling with her hair. It must fit, she thought.

She saw a similar clip on a billboard advertisement, a pudgy girl with fair skin and beautiful hair enjoying a glass of Horlicks[iii]. Although Megha never enjoyed a glass herself, she imagined it to be quite delicious and of course nutritious. Adjusting her hair to accommodate her valuable possession, Megha ran back to share her fortune with her mother and Shekhar.

From a distance, Megha noticed her mother's distraught demeanor as she accepted a package from Shekhar. For a moment she gazed in the direction of the shore in search of her daughter. Megha ran swiftly to her mother dancing with pleasure, bringing attention to the hairclip. Megha's mother hugged and kissed her forehead. Her desire to share the discovery was met with indifference.

Shekhar grabbed hold of Megha's delicate wrist and began to pull her away from her mother. Frightened and anxious, Megha wasn't sure what happened. Her mother stared from the bench apathetically. She screamed as loud as her developing lungs would allow, but her cries were drowned out by the surrounding ruckus. Soon her mother was no longer visible, the bench out of sight.

* * *

Horlicks continued to maintain the billboard for many years. Every few months a maintenance crew climbed to the top and applied fresh coats of paint giving the young girl in the picture new life. Although the child changed from year to year, the happiness in her eyes remained happiness from a mother's love and the nutrition of Horlicks.

Megha's mother never returned. That hot summer day Shekhar brought Megha to the Thane Creek Bridge, a bridge connecting Navi Mumbai to the Old City over the harbors edge. Megha thought they would cross the bridge into the old city, but instead they approached its base. The spot was a few kilometers along the harbor from her mother, where she stayed seated on the bench. While Shekhar pulled her away, Megha strained to remember the spot. She dragged her feet through the sand leaving a trail for her mother to follow when she began her search. Later, Megha realized the tracks would have been washed away by the morning tide.

Beneath the bridge Megha saw a whole new world. Underneath a blackened sky, far beyond the intrusive streetlights, small huts stood between the bridge overpass and the sloped cement embankment. Groups of women huddled into circles spoke quietly amongst each other.

Shekhar convinced Megha that her mother no longer loved her and living under the bridge remained the only hope for survival. He promised her the love and care of a home, in return for her work. Megha refused to believe what she heard. She couldn't fathom her mother letting this happen. Shekhar pushed Megha to the damp cement floor next to a circle of girls, among whom she was obviously the youngest. The other children stared intently at Megha, but no one spoke a word. Each endured the same torment, and each conditioned their minds to forget.

Night after night Megha wept herself to sleep on a bed of empty dreams, praying for her mother's return. Days, weeks, months, and years passed. The Horlicks girl continued to smile, but Megha's mother never returned. In time, she became accustomed to life under the bridge. She grew to trust Shekhar, after all, he was right about her mother. Each evening the older girls ventured to the top of the bridge. They left in groups of three or four and returned alone throughout the early morning hours. Shekhar often accompanied them, always returning much earlier. She wasn't allowed to go out at night like the other girls; Shekhar promised freedom when she grew older.

Initially Megha was instructed to clean the area under the bridge. In between her daily chores Megha ventured along the waters edge to search for treasures while the older girls stayed back; making each other up with cosmetics and clothes Shekhar purchased. She never found interest in dressing up; Megha's silver hairclip made her feel beautiful.

* * *

Each night the girls brought all of their treasures to Shekhar, he took a quick inventory of what they had found or stolen from the beach. He rewarded each girl based on the fruits of her hunt. Each afternoon was spent in this way, while each morning was spent counting the money the girls earned the night before. He meticulously counted each rupee, sure to track all of it.

The day came for Megha's first night above the Thane Creek Bridge. Shekhar drilled her with questions, and fed her sample lies in the event authorities retained her. Frightened by Shekhar's persistent

questioning, Megha felt ill. Shekhar instructed her to follow the other girls and wait at the entrance to the bridge. Each girl stood separately awaiting perspective clients. The majestic columns that supported the bridge provided a backdrop for the girls. They lined themselves along the edge of the bridge, tending to huddle in the areas where street lights cast shadows. Clusters of girls stood in darkness awaiting their turn.

Climbing up the sharp incline to the street level, Megha's high heeled pumps left her feeling unsettled. Scaling the incline toward the street the heels sunk into the moisture filled terrain. The unsettled feeling overcame Megha, consuming her with unbearable nausea. She squatted to the ground, her hair fell over her head creating a curtain of privacy in front of her. She vomited all she had eaten that day. Washing her face repeatedly with fists full of dirty salt water, she attempted to restore her freshness. A pale colorless face stood out in the dark Mumbai night replacing the bright cheerful visage she painted on earlier in the night. Now, simply a shadow of all she once was.

Heavy traffic sped by at high speeds blaring loud horns without reason. Headlamps blinded Megha's eyes, a stark contrast to the darkness below the bridge. Preparing to wait on the corner Shekhar described, a white Mercedes pulled onto the curb next to her. The back window rolled down, revealing a man old enough to be Megha's father. From the ajar window he asked her name. In a nervous voice Megha replied. He opened the door and invited her in. Out of fear Megha ran in the other direction, running out of breath she landed under the Horlicks billboard.

Above the bridge the Horlicks billboard light flickered flashing darkness and light in quick succession. Megha had never been so close to the girl on the billboard. The flashes of light illuminated multiple tears and marks on the young girls face. From a distance she was flawless, yet up close her features were littered with imperfections.

Megha made her way back to her home below the bridge. Descending the rocky shore to the cement embankment, she caught her own reflection in the water. A thin skeletal creature stared back at her through the murky brown water, expressionless and hollow. Her drab reflection was only offset by the sparkle of her silver butterfly hairclip. With each ripple in the passing water, the butterfly fluttered its wings fighting for freedom.

For the first time in years, Megha remembered her mother's words. She warned her of the waters deceiving serenity. The current had the strength to carry her away forever, and never let go. Megha wanted to be consumed forever, taken to a place that would never let her go. She walked down to the waters edge, reaching her hand in to embrace the reflection. For a moment the ripples in the water set the reflection of her butterfly in motion

---

[i] A name common among Indian girls, meaning clouds or overcast.
[ii] A skirt like wrap worn by Indian men employed in labor related fields.
[iii] An Indian brand of protein mix designed for children, it is usually added to milk.

Puja Subcommittee 2008

Priest:
1. Brojesh Pakrashi (Convenor)
2. Dibyendu Bhattacharjee

Fundraising and Advertising
1. Sunil Dutta (Convenor)
2. Nirmal Kundu
3. Pratik Mazumdar
4. Arup Chatterjee
5. Jayati Rakhit
6. Prabar Ghosh
7. Ratan Maitra
8. Jaydip Dasgupta
9. Gaurav Banerji
10. Abhijit Nath
11. Asit Biswas
12. Swapan Das
13. Jayanta Mukherjee
14. Sanchita Mal
15. Anupa John

Dadhi Karma:
1. Kabita Dutta (Convenor)
2. Shipra Saha
3. Kabita Patra

Food Committee :
1. Manjushri Banerjee
2. Moonmoon Nath
3. Soma Chakravorti
4. Tumpa Mukherjee
5. Anamika Bhuina

Kitchen management:
1. Baikuntha Saha (Convenor)
2. Paritosh Chatterjee
3. Sib Mallik
4. Dhurjati Basu
5. Milan Ghosh
6. Jerry John

Brochure and Design:
1. Suman Chakravarti (Convenor, Cover Design)
2. Shipra Saha (Editor)
3. Kalyan Dasgupta
4. Jayanta Mukherjee
5. Kaushik Chakraborty (Cover Design)
6. Abhijit Nath
7. Pratik Mazumdar
8. Gaurav Banerji
9. Kanchan Sarkar
10. Asit Biswas

BCS Directory:
1. Abhijit Nath (Convenor)
2. Suman Chakraborty

Bhog:
1. Mitra Roy (Convenor

Marketing:
1. Gaurav Banerji (Convenor)
2. Prabar Ghosh
3. Jaydeep Dasgupta
4. Pratik Mazumdar
5. Shouvik Majumdar'
6. Suman Chakravarti
7. Ashish Bhattacharyya
8. Santosh Ghosh
9. Sougata Roy
10. Abhijit Nath
11. Jayanta Mukherjee

Pratima Transportation:
1. Sudip Bandyopadhyay (Convenor)
2. Smarajit Bandyopadhyay (Convenor)
3. Barsanjit Mazumder
4. Jerry John
5. Ranjan Dutta
6. Santosh Ghosh
7. Pratik Mazumdar
8. Jayanta Mukherjee
9. Gaurav Banerji
10. Suman Chakraborty
11. Abhijit Nath
12. Nabin Dey
13. Kaushik Chakraborty
14. Arindam Adhikary

Puja Mandap Decoration:
1. Jiten Dey (Convenor)
2. Paritosh Chatterjee
3. Gaurav Banerjee
4. Milan Ghosh
5. Asit Biswas
6. Amit Ghosh
7. Swarup Bhuina
8. Abhijit Nath
9. Jayanta Mukherjee
10. Suman Chakravarti
11. Durba Mukhopadhyay
12. Kaushik Chakraborty

Puja Preparation:
1. Anuradha Bhadra (Convenor)
2. Swati Chakrabarty
3. Shyamashree Dutta
4. Suparna Mazumdar

Fal Kata and Prasad:
1. Ruma Biswas (Convenor)
2. Bhaswati Bandopadhyay (Convenor)
3. Subhashree Ghosh
4. Ambalika Dasgupta
5. Babita Basu
6. Sohanti Ghosh

Collection:
1. Abhijit Nath (Convenor)
2. Jayanta Mukherjee
3. Gaurav Banerji

Thank you for your help and support, we apologize if we missed anybody.

Puja Greetings and Best Wishes

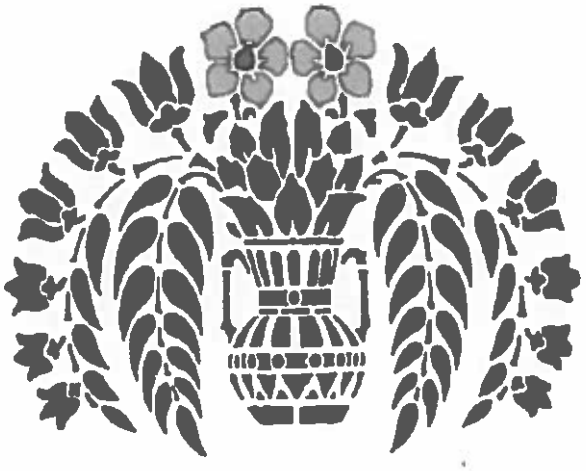

From Our Family:

Jayanta, Tumpa, Monali & Mohini Mukherjee

Tribute to Great Women on Indian Postage Stamps

By Sunil Sarkar
Akron, Ohio

Postage stamps are the windows of a nation through which people all over the world may behold the nation's heritage and nature. Stamps can reflect every aspect of nation's life including its history, cultural heritage, arts, crafts, and great personalities who make various contributions to build the nation. India issues stamps in honor of people only after their death, in addition to the commemorative issues.

In this article, I am putting together the "Famous Women on Indian Postage Stamps". Since India's independence in 1947 until the beginning of 2008 (more than sixty years), India had issued more than sixty-five stamps honoring both Indians and foreigners for their contributions to Bengal, India and the world. The stamps honored women in the fields of arts, literature, films, music, sports and science. The list continued with the freedom fighters, patriots, revolutionaries, politicians, humanitarians, philosophers, philanthropists, religious and social reformers etc. etc.

I am beginning my write up with a First Day cover (FDC) with a set of four stamps, celebrating and honoring the Women's Day (March 8, 2007) and ending with another FDC (March 18, 2008) of Madhubala-a renowned film star. All the stamps have been selected in the order in which they were released by the Postal Department. Stamps of all the personalities have been categorized as:

1. Famous Women from Bengal.

2. Famous Women from the rest of India

3. Foreign Born Women for their valuable contributions to India.

My hope is that you will enjoy this write up and it may bring some unknown facts of known people. In future, I have a plan to write a short biography for each of these personalities. Please contact me with your comments and suggestions via e-mail to sunil-geeta@sbcglobal.net.

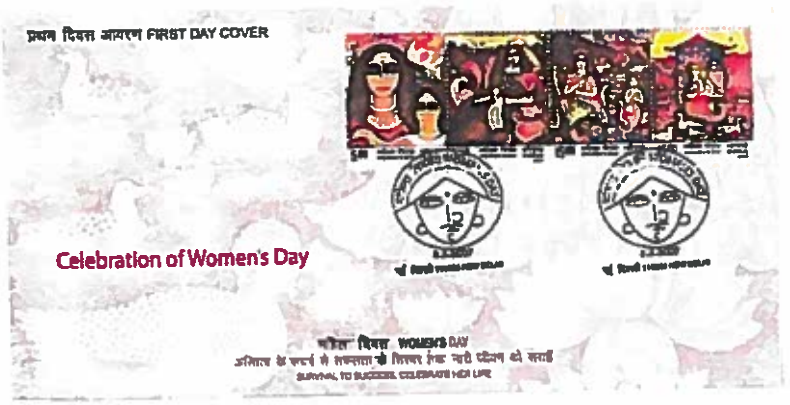

GROUP-1: Famous Women from Bengal

No	Issue Yr	Name	Famous for	Longevity
1	1964	Sarojini Naido (Chattopadhyaya)	Patriot & Poetess	1879-1949
2	1985	Nellie Sengupta (Gray)	Politician	1886-1973
3	1987	Sri Anandamayi Ma	Spiritual Leader	1896-1982
4	1991	Kamaladevi Chattopadhyay	Patriot & Patron of Handicrafts	1903-1988
5	1994	Rani Rashmoni	Nationalist & Social Worker	1793-1861
6	1998	Ashapoorna Devi	Bengali Writer	1909-1995
7	1998	Aruna Asaf Ali (Ganguly)	Freedom Fighter & Politician	1909-1996
8	1999	Arati Gupta (Saha)	Sports-Swimmer	1940-1994
9	2002	Kanika Bandyopadhyay	Music-Rabindra Sangeet	1924-2000
10	2002	Matangini Hazra	Revolutionary	1869-1942

Note : Maiden names within parenthesis

GROUP-2: Famous Women from the Rest of India

No	Issue Yr	Name	Famous for	Longevity
11	1952	Meera Bai-Saint	Music-Bhajan	1498-1547 CE.
12	1957	Laxmi Bai (Rani of Jhansi)	Indian Mutiny Cent.	1828-1858
13	1962	Bhikaiji Cama	Revolutionary	1861-1936
14	1962	Smt. Ramabhai Ranade	Social Reformer	1862-1924
15	1963	Sakuntala & Dushyanta	Provisional Issue-Air Mail	Mahabharata Epic
16	1964	Kasturba Gandhi	Patriot	1869-1944
17	1970	Girl Guide	Diamond Jubilee	1945-1970
18	1974	Kamala Nehru	Champion of Secularism	1899-1936
19	1976	Subhadra K. Chauhan	Poetess	1904-1948
20	1977	Kittur Rani Channamma	Freedom Fighter	1778-1829
21	1979	Amrita Sher Gil	Modern Paintings	1913-1941
22	1982	Durgabai Deshmukh	Social Reformer	1909-1981
23	1984	Begam Hazrat Mahal	Sepoy Mutiny-1st W.O.I	NA-1979
24	1984	Indira Gandhi-1st Issue	Homage	1917-1984
	1985	Indira Gandhi-2nd issue	U.N-World Peace	1917-1984
	1985	Indira Gandhi-3rd Issue	Service to Nation	1917-1984
	1985	Indira Gandhi-4th Issue	Priyadarshini-Death Anniversary	1917-1984

GROUP-2: Famous Women from Rest of India

No	Issue Yr	Name	Famous for	Longevity
25	1987	Rameswari Nehru	Women's Right	1886-1966
26	1987	Rukmini Devi Arundale	Exponent of Art & Culture	1904-1986
27	1988	Rani Lakshmi Bai & Others	M.F. Husain Painting-1857	1828-1858
28	1988	Rani Durgawati	Gondwana (Now in M.P)	1524-1564
29	1988	Rani Avantibai	Ruler of Ramgarh	NA-1858
30	1989	Rajkumari Amrui Kaur	Health Minister	1889-1964
31	1993	Nargis Dutt (Fatima Rashid)	Social Worker-Film actress	1929-1981
32	1994	Begam Aktar	Ghazal Singer	1914-1974
33	1996	Kasturba Gandhi	Kasturba Trust	1869-1944
34	1996	Ahilyabai Holkar	Ruler of Indore	1725-1795
35	1997	Rukmini Lakshmipathi	Patriot & Social Reformer	NA-1941
36	1998	Sabitribai Phule	Social Reformer	1831-1897
37	1998	Indian Woman & Bi-plane	Women Aviators	1928
38	1999	Jijabai- Mother of Shivaji	Famous for chivalry	NA
39	2000	Vijaya Lakshmi Pandit	Diplomat & I.N. Congress	1900-1990

GROUP-2: Famous Women from Rest of India

No	Issue Yr	Name	Famous for	Longevity
40	2000	Anmana Devi-Krishna & Gopies	Madhubani -Mithila	Started in
41	2000	Nirmala Devi-Flower Girls	Madhubani-Mithila	1960.
42	2000	Ganga Devi-Lotus & Craft	Madhubani-Mithila	
43	2000	Sanjula Devi-Bali & Sugriva	Madhubani-Mithila	
44	2001	Jhalkari Bai	Courageous Woman	NA
45	2001	Rani Avantibai	Ruler of Ramgarh	X-1858
46	2001	Vijaya Raje Scindia	Politician & Social work	1919-2001
47	2003	Ghantasala V. Rao	Telegu Music	1922-1974
48	2003	Muktabai N. Raghuvanshi	Poet-Saint	1930-2007
49	2003	Allah Jilai Bai	Folk Music	1902-1992
50	2004	Neerja Bhanot-Pan Am Flt-73	Ashoka Chakra Winner	1964-1986
51	2004	Manipuri Women-Nupee Lal	Women's agitation to	12/12/39
52	2005	M.S. Subbulakshmi	Carnatic Vocalist	1916-2004
53	2005	Dr. T.S. Soundram	Physician & social work	1904-1984
54	2008	Madhubala (Mumtaz Begum Jehan Dehlavi)	Film Actress	1933-1969

GROUP-3: Famous Women of Foreign Born

No	Issue Yr	Name	Famous for	Longevity
1	1962	Dr. Annie Besant	Theosophist	1847-1933
2	1963	Eleanor Roosevelt	Visit to India	1884-1962
3	1968	Sister Nivedita (Margaret Noble)	Social Reformer	1867-1911
4	1968	Marie Curie	Scientist	1867-1934
5	1970	Dr. Maria Montessori	Educationist	1870-1952
6	1978	Mother of Pondicherry (Mira Richard)	Philosopher	1878-1973
7	1980	Mother Teresa	Nobel Peace Prize Winner	1910-1997
8	1997	Mother Teresa (Agnes Bojaxhin)	Humanitarian	1910-1997
9	1980	Helen Keller	Campaigner for Handicapped	1880-1968
10	1983	Meera Behn (Madeleine Slade)	Freedom Fighter	1892-1982
11	1996	Sister Blessed Alphonsa	Humanitarian-1st Indian Saint	1910-1946

Puja Greetings to all !!!!

From: Anup, Mitra, Asim & Priya Roy